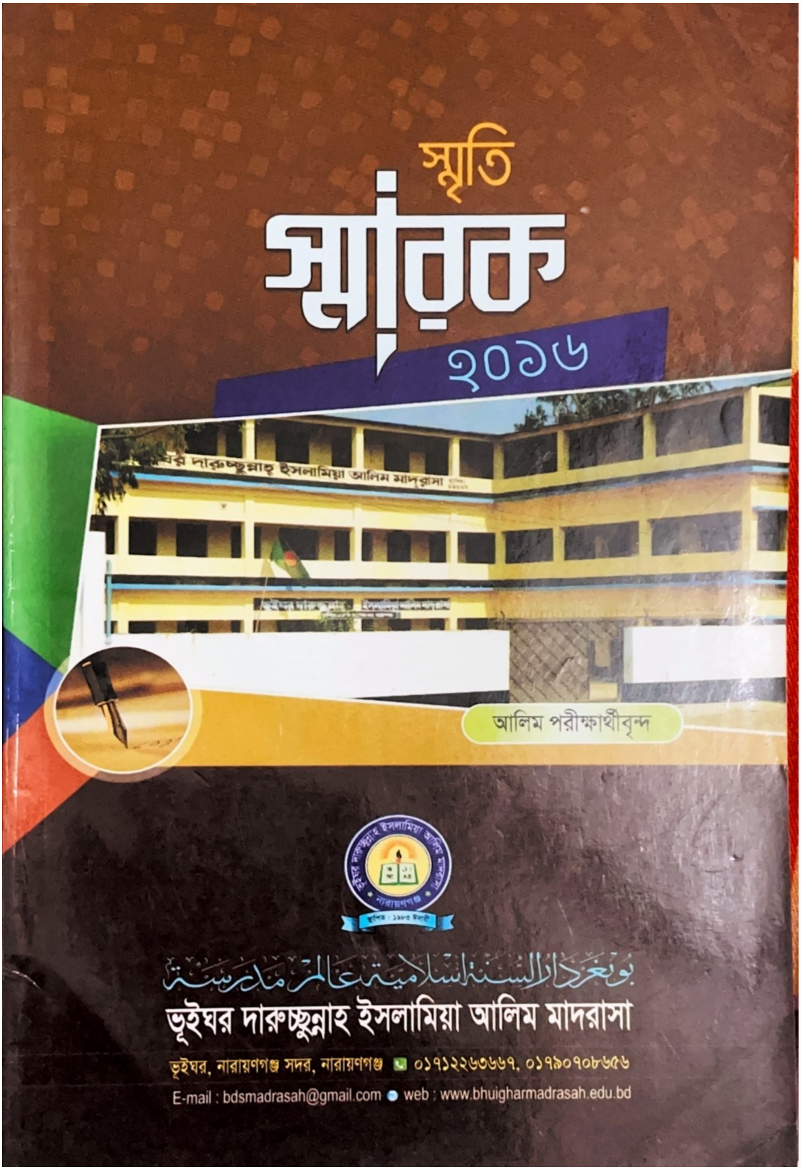
স্মৃতি
স্মারক
২০১৬
আলিম পরীক্ষার্থীবৃন্দ
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা
ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ ০১৭১২২৬৩৬৬৭, ০১৭৯০৭০৮৬৫৬
E-mail : bdsmadrasah@gmail.com web : www.bhuigharmadrasah.edu.bd

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

স্মৃতিস্মারক
আলিম পরীক্ষার্থীবৃন্দ- ২০১৬

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা

ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।
০১৭১২২৬৩৬৬৭, ০১৭৯০৭০৮৬৫৬
web : www.bdsm.edu.bd
ই-মেইল: bdsmadrasah@gmail.com

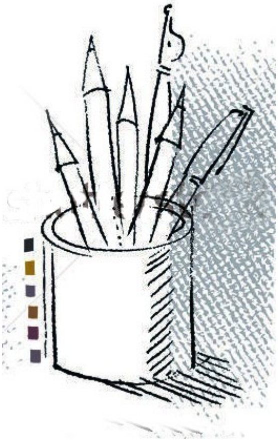

সম্পাদনা পরিষদ

পৃষ্ঠপোষক

মাওঃ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

অধ্যক্ষ, **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা**

উপদেষ্টামণ্ডলী

জনাব মুহা. আঃ রশীদ

জনাব মুহা. অজিউল হক

জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম

জনাব মোসা. নাজমা আক্তার

জনাব ফাতেমা খানম

জনাব রেজাউল হক মন্ডল

জনাব মুহা. কাজি মশিউর রহমান

সম্পাদক

হাকিম মোঃ হারুনুর রশিদ

সহযোগিতায়

মুহাঃ শাহাবুদ্দিন (শিহাব)

মুহাঃ শাহাদাত হোসাইন

উম্মে সালমা (লিয়া)

ফাতেমা আক্তার (নিশি)

স্মৃতিস্মারক

আলিম পরীক্ষার্থী ২০১৬

প্রকাশক

দারুচ্ছুন্নাহ প্রকাশনী

প্রকাশকাল

মার্চ, ২০১৬ ইং

প্রচ্ছদ

রুহি প্রিন্টার্স

বর্ণ-বিন্যাস

মোঃ ইব্রাহিম মিয়া

Chairman's Message

"Knowledge is the wings with which we fly to heaven."

Dhakil Examinees of Bhuighar Darussunnah Islamia Alim Madrasah (B.D.A.M) are going to publish Sriti Sharok-2016 according to their sequence of progress. By knowing it I am greatful to Allah (by saying Al hamdulillah).

B.D.S Alim Madrasah has laready launched computer education, noorani and Hefzo division sience and modern techonology in every sector of science and Techonolgoy cope with the era. This development is never ending process.This developing process will help flourish a new generation with yearnings for education. By obtaining this education you will be rich in moral values and respectful and committed to the other people of the country. Moreover, you will be inspired by more patrioticzeal and will significantly contribute to the national growth and development. Now I want to suggest examinees who are going to participate in Dakil examination- 2016, you will maintain the gradual progress. May Allah give you a successful life. Amin.

.

Justice A.K.M Zahirul Hoque.
Honorable Justice of Bangladesh Supreme Court
and Chairman of B.D.S Alim Madrasah.

অধ্যক্ষের কথা

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার ২০১৬ সালের আলিম পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে **"স্মৃতি স্মারক ২০১৬"** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মহান আল্লাহর দরবারে এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। "স্মৃতি স্মারক ২০১৬" এর মাধ্যমে এ মাদরাসার প্রকাশনা বিভাগ আরো সমৃদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। এ জন্য প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মানুষের জীবন প্রতিযোগিতার একটি মঞ্চ স্বরূপ। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, কঠোর অধ্যবসায়, মহান আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ ব্যতিত সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। আজ তোমরা শিক্ষা জীবনের এমন এক অতীব গুরুত্বহ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছ যার ভালো রেজাল্টই পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার মূল পাথেয় বা চালিকা শক্তি। মহান প্রভুর দরবারে আজ এ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন তোমাদের সফলতার সোনালী রেশমী চাদরে জড়িয়ে দেন। এ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা উজ্জ্বল হয় এমন ফলাফলকে সাথী বানিয়ে তোমরা যেন আবার এ প্রাঙ্গনে ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করে এ পুষ্প কাননকে মুখরিত করতে পার।

আজ ওমর, আলী, খালেদ ও তারেক এর মতো বীর সৈনিক, ইমাম গায্যালীর মতো দার্শনিক, শেখ সাদীর মতো কবি,আবু হানিফার মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহ,আবুল কাসেম ফেরদৌসীর মতো কথা সাহিত্যিকদের উত্তরসূরী বড় প্রয়োজন। যারা ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রপাগাণ্ডা ও ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের মশাল জ্বালাবে, ইসলামের সুমহান আদর্শিক চেতনায় মুসলিম জাতিকে উজ্জীবিত করবে, সৃষ্টি করবে এক নতুন পৃথিবী।

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য প্রতিযোগিতাময় কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথকে কোমল, মসৃণ করে ইহকালীন ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করুণ। (আমীন)

(মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ)
অধ্যক্ষ
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইস: আলিম মাদরাসা

ভেতরে যা আছে

# The Message -	০৩
# অধ্যক্ষের কথা -	০৪
# সম্পাদকের কলম থেকে -	০৬
# এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি -	০৭
# জমি দাতা সদস্যদের নাম -	০৮
# গভার্ণিং বডির সদস্যদের তালিকা	০৯
# পরীক্ষার্থীদের কথা	১০
# অধ্যয়নরত ছাত্রদের কথা	১২
# শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের নাম ও মোবাইল নম্বর -	১৫
# পহেলা বৈশাখ ও মঙ্গল মিছিল	১৬
# স্মৃতির ক্যানভাসে শিক্ষাসফর-২০১৬	২০
# সাহিত্য নিয়ে যত কথা	৩৩
# সতর্কহোন আইসিটি ব্যবহারে	৩৫
# حسن الخلق- #	৩৭
The Importance Of madrasah Education	38
# **Benefits of ICT**	৪৩
# আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা	৫০
# হাজারে আসওয়াদ স্থাপন	৫৬
# সততা আর হতাশা কখনও এক হতে পারে না	৫৮
# আমার দেখা মাদরাসাই দারুচ্ছুন্নাহ	৬০
# স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান	৬২
# পবিত্র কাবা নির্মানের ধারা বিন্যাস	৬৪
# কবিতা	৬৫
# কাক কোকিলের বিয়ে	৬৯
# স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষায় ভেষজ	৭১
# গাছও অংক করে!	৭২
# রূপ চর্চায় লবন	৭২
# শব্দ করে হাসতে মানা	৭৩
# যাদের জন্য এ আয়োজন তাদেরই পরিচিতি	৭৪

সম্পাদকের কলম থেকে.........

সেই মহান স্রষ্টার প্রতি সেজদাবনত চিত্তে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। যার প্রশংসা সাত সমুদ্রের বারি রাশি পরিমান কালি দ্বারাও লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। **"স্মৃতি স্মারক ২০১৬"** এমন এক সময় প্রকাশিত হচ্ছে যখন প্রকৃতিতে তখন বসন্ত কাল এবং মহান স্বাধীনতার মাস। লাখ ও কোটি দুরূদ ও সালাম পেশ করছি সেই মানবতার কান্ডারী, সাইয়্যেদুল মোরসালীন, মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স:) এর প্রতি। আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি সকল শহীদদের যাদের ঢেলে দেয়া এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এ জাতী মুক্তি পেল।

মানুষের সুপ্ত প্রতিভার মানবীয় ও বহুমুখী বিকাশই হলো শিক্ষা। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী ও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্যক্রমের পাশাপাশি আমাদের ভবিষৎকান্ডারী শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন সৃজনশীল পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। আর "স্মৃতি স্মারক" প্রকাশ এ লক্ষ্যেরই পরিপূরক।

"স্মৃতি স্মারক ২০১৬" প্রকাশনা টি কল্পনা -পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পর্বে যাদের স্পর্শ পেয়ে সফল পরিনতি পেয়েছে তাঁদের প্রতি অপুরন্ত কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ। বিশেষ করে অধ্যক্ষ মুহতারাম ও জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম (প্রভাষক রসায়ণ) এদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিজেদের সীমাবদ্ধতা, সময়ের স্বল্পতা, কাঁচা হাতের লিখনী, অনভিজ্ঞতা ও মুদ্রণজনিত কারণে প্রকাশিত ভূলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর ও মার্জনার দৃষ্টিতে দেখার একান্ত অনুরোধ রইল। সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করে সকলের সফলতা কামনা করছি।

হাকীম মোঃ হারুনুর রশিদ
সম্পাদক
"স্মৃতি স্মারক ২০১৬"

এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি

নাম	ঃ	**ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা** ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৯০৭০৮৬৫৬ web : www.bdsm.edu.bd E-mail: bdsmadrasah@gmail.com
অবস্থান	ঃ	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বিশ্বরোড সংলগ্ন নৈসর্গিক মনোরম পরিবেশে মাদরাসাটির অবস্থান।
প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	ইবতেদায়ী ০১.০১.১৯৮৩ দাখিল ০১.০১.১৯৮৩ আলিম ০১.০১.১৯৯৬ হিফজুল কুরআন ০১.০১.২০১৫
শিক্ষারস্তর/ বিভাগ	ঃ	ইবতেদায়ী দাখিল (সাধারণ ও বিজ্ঞান) আলিম (সাধারণ ও বিজ্ঞান) নূরানী বিভাগ ও হিফজুল কুরআন মহিলা শাখা
শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	৪০ জন।
ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	ঃ	প্রায় সাতশত
মাদরাসার বিশেষত্ব	ঃ	সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ, দলীয় রাজনীতি মুক্ত পরিবেশ। ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়। ইনকোর্স, মডেল টেষ্ট, ক্লাস টেষ্ট ও সেমিস্টর পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ। মহিলা শাখা মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা । তাজবিদসহ কুরআন প্রশিক্ষণ প্রত্যেক ক্লাসে স্পেশাল ডে-কেয়ার।
ভবন	ঃ	তিন তলা বিশিষ্ট ভবন ২টি, একতলা ভবন ১টি। টিনসেট ভবন ৩টি।
বর্তমান অধ্যক্ষ	ঃ	**মাওলানা মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ** এম.এম. (ফাষ্ট ক্লাস) এম.এম (ফাষ্ট ক্লাস) এম.ফিল গবেষক
বর্তমান সভাপতি	ঃ	**বিচারপতি এ.কে.এম জহিরুল হক** মাননীয় বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

জমি দাতা সদস্যদের নাম

চিরদিন তারা রহিবে অমর মৃত্যুহীন দানবীর
এ জাতি জানাবে লক্ষ সালাম নোয়াইয়া লাখো শির
এ দেশ মাটির কোটি বালুকায় জানায় মাগফেরাত
সেবায় তাদের দূরীভূত হোক এ জাতির জুলুমাত ॥

অধ্যক্ষ ফজলুর রহমান

ক্রম	দাতাদের নাম	জমির পরিমান
০১	মরহুম মোঃ মুসলিম মিয়া	২১ শতাংশ
০২	মরহুম মোঃ আব্দুল গফুর প্রধান	৭০ শতাংশ
০৩	মরহুম মোঃ কাজী আব্দুস সামাদ	১৫ শতাংশ
০৪	মরহুম হাজী মোঃ কমর উদ্দিন আহম্মদ	১৫ শতাংশ
০৫	মোঃ শহীদ উল্যাহ	৬.৫ শতাংশ
০৬	মোঃ কাজী আব্দুস সাত্তার	২ শতাংশ

ভুইঘর দারুচ্ছুন্নাহ্ ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসা
স্থাপিতঃ ১৯৮৩ইং
বিজ্ঞান ভবন

ভুইঘর দারুচ্ছুন্নাহ্ ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসা

শীতলক্ষ্যা আর বুড়িগঙ্গার পলিসঞ্চিত উর্বর প্রাচ্যের ডাভিখ্যাত নারায়ণগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত ইসলামী তাহজিব তমুদ্দুনে উদ্ভাসিত বিদ্যানিকেতন, সুযোগ্য আলিম ও আদর্শ নেতৃত্ব তৈরীর অত্যুজ্জল কারখানা কালের অমর স্বাক্ষী

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার
২০১৬ সালের আলিম পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষ্যে

অশ্রুবিধৌত আত্মার কথামালা

উড়ে এসেছিনু এলমেদ্বীনের এই গুলবাগিচায়
মোরা পথভোলা বুলবুল।
উড়ে যাই আবার জীবন-সংগ্রাম নীড়ে
আশংকা বেদনায় হৃদয় ভাঙ্গা ব্যাকূল

হে কালের সাক্ষী দারুচ্ছুন্নাহ!

বিশ্ব মুসলিম ইতিহাসের এক ভয়াবহ যুগ সন্ধিক্ষণে নবচেতনা ও রেনেসাঁর প্রতিশ্রুতি নিয়ে তোমার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু। সেই থেকে জ্ঞান পিয়াসী কতনা মনীষী, সুধী, জ্ঞানীগুণী দিয়েছো বিদায় তোমার এই অনন্ত সুভাষিত কুসুম কানন হইতে। আজ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ উত্তাল সিন্ধু মাঝে আমরা ঋক্ত হস্তে পাড়ি দিচ্ছি মহাকালের যাত্রাপথে। তাই আজ আমরা আশংঙ্কিত, কিংকর্তব্য বিমূঢ় কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জ্বালিয়ে দেবো সকল তাগুতি আস্তানা, কায়েম হবে সুন্নাতে নববীর সুমহান আদর্শ যা শিখিয়েছিলে তুমি।

হে যুগ শ্রেষ্ঠ আলোর দিশারী শিক্ষক মন্ডলী!

এ ঐতিহাসিক শিক্ষায়তনের যুগ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, কাল বরণ্য ওস্তাদ। আপনাদের অকুন্ঠিত বিচ্ছুরিত আলোর দিশায় আমাদের মনমঞ্জুষা উদ্ভাসিত, আমরা আজ গৌরবান্বিত। আপনাদের স্বার্থহীন আন্তরিক অক্লান্ত সাধনায় হেরার যে আলোয় আমরা উদ্ভাষিত হয়েছি সে ঋণ কি দিয়ে শোধাবো? তদুপরি বিষাক্ত আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত সন্তানেরা অবাঞ্চিত আচরণে দিয়েছি বেদনার ডালি। তবুও সব ভূলে বিদায় লগ্নে ক্ষমা করে দিবে জানি। এ মহান আদর্শ মোদের হৃদয়ে চির ভাস্বর হয়ে রবে।

হে অনুজ তাজা প্রাণ মোজাহীদ!

আজকের ওহী-বিবর্জিত, নীতিহীন বস্তু-তান্ত্রিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষবাস্পে বিষায়িত বিশ্ব। চার দিককার রুদ্র ভীষণতার মাঝে তোমাদের মতো তাজা প্রাণ মোজাহীদদের

কথা মনে পড়ে। তোমরা হও আবুবকর, উমর, আলী, ওসমান, খালিদ, তারিক, ইবনে কাসিম, শাহজালাল, শরিয়াতুল্লাহ ও তিতুমীরের যোগ্য উত্তরসূরী দারুচ্ছুন্নার ফসল। হেরার রাজ তোরণ দিয়ে নিয়ে আসবে মুক্তির বার্তা। দেখোনা ! তোমাদের পানে চেয়ে আছে..........

ঊষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফসল ফলাবে যারা
দিকদিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে পথিক সর্বহারা।

হে জগতের অধিপতি!

এ যাচ্ছমান প্রার্থীদের হৃদয়পুরের সকল যাচনা তোমার অজানা নয়। আমাদের হৃদয়ের সকল আকুতি তুমিই জানো। তোমার কাছে চাইবার ভাষা জানা নেই। মঞ্জুর কর এ সকল সায়েলিনের প্রার্থনাসমূদয়। আমাদের মেধাকে শাণিত করো, যার দ্বারা চলমান শতাব্দীর বর্ণাঢ্য আসরে সকল পরাজয়ের গ্লানি ছিড়ে বিজয়ের গৌরবোজ্জ্বল অভিষেক নিশ্চিত করতে পারি। আমিন।

আলিম পরীক্ষার্থী বৃন্দ ২০১৬
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ আলিম মাদ্‌রাসা
ভূইঘর, নারায়াণগঞ্জসদর,নারায়নগঞ্জ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

২০১৬ ঈসায়ী সালের আলিম পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষ্যে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে

অশ্রু বাণী

ডুকরে ডুকরে কাঁদে মম
বেদনায় ফাটে বুক
দ্বারে বসে ডাকে বিদায়ের সময়
হরণ করিছে সুখ।

হে বিদয়ী বন্ধুরা!

বাড়ন্ত বসন্তের সুমধুর প্রহর। জীবনের জাগরণ দ্বারে দ্বারে। দূর নীলিমায় পাখা মেলেছে বিহঙ্গ। আগুন লেগেছে কৃষ্ণচুড়ার ডালে। সর্বত্র শুধু পাওয়া আর পাওয়া। প্রকৃতির এ পরম আতিশয্যের মাঝে আমরা আজ কাঁদি। কারণ, তোমরা আজ বিদায় নিচ্ছো। নিয়মিত নিয়মে এ বিদায় অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য, অমোঘ। সর্বপ্রথম তোমরা আমাদের সালাম গ্রহণ কর।

হে বিদায়ী অগ্রজবৃন্দ!

বেশ ক'বছর পূর্বে এক নব উদ্যমে তোমরা পা রেখেছিলে এ মাদ্রাসায়। তোমাদের ব্যস্ত কথার বন্যা, চঞ্চল চলা, দৃঢ়কন্ঠের বক্তৃতা আর নিরতিশয় উদ্যম এ মাদরাসাকে করেছিল মহাকর্মের মুক্ত মালঞ্চ। তোমাদের স্নেহময় শাসন ও পরম আদর আমাদেরকে সুপথের সন্ধান দিয়েছে। আমরা শিখেছি শ্রদ্ধা, শিখেছি স্নেহ করার সুমহান প্রবৃত্তি। বিদায়লগ্নে অনুজদের সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দিও। গ্রহণ কর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

হে নব দিগন্তের অভিযাত্রী দল!

তোমরা আগামী দিনের দেশনেতা, সমাজসেবক, শিক্ষক ও অভিভাবক। দেশের ভবিষৎ দায়িত্বশীলদের প্রস্তুতি মঞ্চ হল শিক্ষা। কামনা করছি তোমরা যেন শিক্ষার সুন্দর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এ প্রতিষ্ঠানকে ধন্য করতে পার। আমরা যেন তোমাদের জন্য গর্ব করতে পারি। জাতি যেন শির উঁচু করে বলতে পারে তোমরা তার সোনার সন্তান। তোমরা যেন সর্বমহলে সর্বজনে অনুকরণীয় আদর্শ হতে পার।

হে অগ্রযাত্রার পথিকৃত!

বাঁধভাঙ্গা গতিতে ধেয়ে চলছে জীবন। তোমরা তাতে অভিযাত্রী। অতীতের খুনসুটি তুলে তোমাদের এ অভিযাত্রাকে আমরা পিচ্ছিল করতে চাইনে। নিজগুণে আমাদের অজানা ত্রুটি ক্ষমা করে দিও। আর পেছনে ফেরা নয়। 'সুদূরের সরণদ্বীপ ডাকিছে তোমায়'। স্বার্থক হোক তোমাদের অভিযাত্রা। আল্লাহ হাফেজ-

তোমাদেরই গুণমুগ্ধ
অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ আলিম মাদ্‌রাসা
ভূইঘর, সদর,নারায়নগঞ্জ।
২৩.০৩.২০১৬ঈসায়ী

শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের নাম ও মোবাইল নম্বর

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	মুহা. খালিদ সাইফুল্লাহ	অধ্যক্ষ	০১৭১২২৬৩৬৬৭
০২	মো: আব্দুর রশীদ	প্রভাষক (আরবি)	০১৮১৪৮৪২৯৩৬
০৩	মো: অজিউল হক	প্রভাষক (আরবি)	
০৪	মো. হারুনুর রশীদ	প্রভাষক (আরবি)	**০১৯১১১৪৩৯৬২**
০৫	মোহাম্মদ শাহ্ আলম	প্রভাষক (ইতিহাস)	**০১৯১১৩৩২৮৪৬**
০৬	মোহাম্মদ শাহ্ আলম	প্রভাষক (রসায়ন)	**০১৭১৮৫২২৬৬৬**
০৭	মোসা. ফাতিমা খানম	প্রভাষক (ইংরেজী)	**০১৭২৭৩১৮৬০৬**
০৮	মোসা. নাজমা বেগম	প্রভাষক (বাংলা)	**০১৭৬০০৯৬৬০৬**
০৯	মোসা. বিলকিস বেগম	প্রভাষক (জীব)	**০১৭৩৪১১৪৩৬১**
১০	মো. রেজাউল হক মণ্ডল	প্রভাষক (গণিত)	**০১৭৩২২৪২২৯৪**
১১	মো. মেহেদি হাসান সরকার	প্রভাষক (পদার্থ)	**০১৯১৩৯৬৯৭৮৭**
১২	আবু সালেহ মো: মোস্তফা	প্রভাষক (আরবী)	**০১৬২১০৭৬৭৬৫**
১৩	মো: সাইফুল ইসলাম হাওলাদার	সহ. মৌলভি	**০১৬৭৬০৮৮১৯১**
১৪	মো: বোরহান উদ্দিন	সহ মৌলভী	**০১৭১৮২৩০৭৬০**
১৫	আ.হ.ম. নুরুল্লাহ	সহ মৌলভী	**০১৭২৭৪২৬৯৫২**
১৬	মো:আব্দুল হক	সহ শি.ইংরেজি	**০১৯২৪৪০৯৬৬২**
১৭	আঃ মন্নান খান	স.শি.(সা.বিজ্ঞান)	**০১৭১৫৬৬১৮৬৪**
১৮	মোসাঃ জাকিয়া আক্তার	সহ.শি.(গণিত)	০১৬৭৯৭১৮৯৩৯
১৯	রেনু আক্তার	স.শি.(বিজ্ঞান)	**০১৯১৫০২০১০৬**
২০	মালিকা জাহান	সহ শি. (কম্পি.)	**০১৭২৪৬৪৩৬৯৪**
২১	মো: সাখাওয়াত হোসেন খাঁন	সহ শি (কৃষি)	**০১৭১৬৮৫৬৪৩৭**
২২	মো: আ: আলী	ক্বারী মুজাব্বিদ	**০১৮১২৮৮১১৩৬**
২৩	আতিকুর রহমান নোমানী	ইবি প্রধান	
২৪	আবু জাফর মো: সালেহ	জুনিয়র মৌলভী	**০১৯১৭০৮১৬৪৯**
২৩	কাজী মশিউর রহমান	সহ.শি. জু.(গনিত)	**০১৯১৪৬৩৬৯১৯**
২৪	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ক্বারী মুজাব্বিদ	০১৭১৫২১৮৫০৩
২৬	মোসা. জরিনা আক্তার	সহ. শিক্ষক	**০১৯২১৬৫৫৭৬৮**
২৭	মুহা. শামসুল আলম	স.শি. (ইংরেজী)	

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
২৮	আতিকুর রহমান	সহ. শিক্ষক	০১৬৭৫৪৯৩৯২৪
২৯	মোসা. সালমা বেগম	সহ. শিক্ষক	
৩০	মোসাঃ খাদিজা আক্তার	সহ. শিক্ষক	০১৬৮৫৩০৬৫৪৮
৩১	মোঃ আনোয়ার হোসেন	নিন্মমান সহকারী	০১৭১৯০৩৮৯৩৭
৩২	মো. ইব্রাহিম	কম্পিউটার সহকারী	০১৬৭৫২৫০৬১৮
৩৩	মোঃ গোলাম কিবরিয়া	হিফজুল কুরআন	০১৮১১৯৯৭৪৩১
৩৪	মোঃ শাহজাহান সরদার	এম.এল.এস.এস	
৩৫	মোঃ আঃ কাদির	এম.এল.এস.এস	০১৭৬৬৩৯২৭৪৯

পহেলা বৈশাখ ও মঙ্গল মিছিল

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

অন্যের ধর্ম আমাদের নিকট অধর্ম। স্রষ্টা সম্পর্কে কতিপয়ের কথিত মুক্তচিন্তা ও মনগড়া বক্তব্য আমাদের নিকট নাস্তিক্যবাদ। অন্যের সংস্কৃতি আমাদের বেলায় পরিস্কার অপসংস্কৃতি। এটা শরীয়াত সম্মত। অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। কারণ এটা অবস্থা, কাল, জাতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভাবে প্রকাশিত হয়। অন্যেরা তাদের ধর্ম চর্চা করুক। তারা স্বীয় সংস্কৃতিতে ডুবে যাক থাক এটা নিতান্তই তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা। মূলত এ বিষয়ে কোন সমস্যা বা জটিলতা নেই। জটিলতার জট তখনই পাকায় যখন অন্য ধর্মের সংস্কৃতি কৌশলে-সুকৌশলে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। আবার মুসলমানরাও তা গলধ করণ করে। অনায়াসে, স্বাচ্ছন্দে জীবনের পাতায় পাতায় তা বাস্তবায়িত করে। কখনও জ্ঞাতে, কখনও অজ্ঞাতে। আরো পরিস্কার করে বলা যায় এভাবে। মুসলমানদের ঈমান, আকিদা, নাম, সংস্কৃতি এর কোন কিছুই হিন্দু কিংবা অন্য ধর্মের লোকেরা গ্রহণ করে না। অথচ মুসলমানদের বেলায় এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ পর্যন্ত কোন হিন্দু তার নাম আব্দুল্লাহ, আমেনা, আয়েশা রেখেছে? তামাম ইতিহাস খুঁজলেও বোধ করি একটিও পাওয়া যাবে না। অথচ হিন্দুদের ধর্ম, ধর্ম শাস্ত্র থেকে মুসলমানদের নাম করণ করা হয়। শুধু তাই নয় এটাকে আধুনিক ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত মনে করে গর্বিত হয়। যেমন অপ্সরা/ অপ্সরী, ঐশী, তিলত্তোমা, বাবু ইত্যাদি। আমরা না হয় উদার সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত থাকার জন্য ওদের নাম রাখলাম। কিন্তু হিন্দুরা কোনদিন মুসলমানদের নামে নাম রাখল না, অথচ তাদের বেলায় সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন ওঠে না।

আমরা কথায় কথায় হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারতের শুদ্ধতা নিয়ে উম্মা প্রকাশ করি যেমনঃ "তিনি না হয় এমন কথা বলেছেন, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?" মহাভারত শুদ্ধ এ কথা একজন মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে? সাথে সাথে এও উল্লেখ করতে হয় আজ পর্যন্ত কোন হিন্দু তার কথায় উদাহরণ টেনে কুরআনের শুদ্ধতার কথা বলেছে? উত্তর সহজ। শোনা যায় নি। কথা এ পর্যন্তই নয়। মুসলমানের সন্তান সাফাই গাচ্ছে হিন্দু ধর্মের। তাদের দূর্গা পূজায় গিয়ে আমরা মুসলমানরা বলছি এটা সার্বজনীন উৎসব। পহেলা বৈশাখ এলে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আচার আচরণকে বাঙালির সাংস্কৃতির আচার আচরণ বলে চালিয়ে দেয়া হয়। যা মুসলমান বাঙালিদের জন্য পরকিয়া সমতুল্য। যে নামেই হোক ওসকল

কর্মকাণ্ডে মূলত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাই ফুটে ওঠে। কাজেই একজন মুসলমান হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা কখনই মেনে নিতে পারে না।

মঙ্গল মিছিল/ শোভাযাত্রা: পহেলা বৈশাখ বর্ষবরণের মঙ্গল মিছিল, শোভাযাত্রাকে আমরা ঢালাওভাবে বলছি বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব। এই যে মঙ্গল মিছিল কিংবা শোভাযাত্রায় কিসের শোভা? কাদের মঙ্গল? শোভাযাত্রায় যে সকল প্রাণী শোভা পায় পেঁচা, ইঁদুর, হাঁস, হনুমান, সিংহ, ময়ুর, গাভী, ইত্যাদির। এ সকল প্রাণীর সাথে পহেলা বৈশাখ এবং বাংলাদেশী মুসলমানদের সাথে আসলে কিসের সম্পর্ক? এর উত্তর খুঁজে বের করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এতে যদি মুসলমানদের জন্য, মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে তাবে কোন কথা নেই, আমরা সকলে এগুলো নিয়ে শোভাযাত্রায় শামিল হব। শোভাযাত্রা কিংবা মঙ্গল মিছিলে যে সকল প্রাণীর মূর্তি স্থান পায় সেগুলোর সাথে ইসলাম ধর্ম কিংবা বাংলাদেশের সাথে কোন সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে একটি বিশেষ ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মের সাথে বেশ সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন হিন্দু ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পেঁচা মঙ্গলের প্রতীক ও লক্ষ্মীর বাহন। ইঁদুর গণেশের বাহন, হাঁস সরস্বতীর বাহন, হনুমান রামের বাহন ও মিত্র এবং সীতা উদ্ধারে সহযোদ্ধা, সিংহ দুর্গার বাহন, ময়ুর কার্তিকের বাহন, গাভী রামের সহযাত্রী, আর সূর্যের জন্য দেবতার পদ তো আছেই। মিছিলে এগুলো বহনের মাধ্যমে কিসের মঙ্গল? কার মঙ্গল? যেহেতু হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে এর গুরুত্ব আছে, সেহেতু তারা এটা করতে পারে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে। কিন্তু বাংলাদেশী মুসলমানদের বেলায় বিজ্ঞানের এ বাস্তব দুনিয়ায় এ সকল প্রাণী নিয়ে মিছিলের যৌক্তিকতা কী? উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে ইসলামের বক্তব্য পরিস্কার নবীজী বলেছেন-

مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوت حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة.

যদি কোন ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে বাড়িঘর বানায় (স্থায়ী বসবাস করতে থাকে), তাদের নববর্ষ ও উৎসবাদি পালন করতে থাকে, তাদের অনুকরণ করতে থাকে এবং এভাবেই তাদের অনুকরণের মধ্যে তার মৃত্যু হয় তবে তাদের সাথেই কিয়ামতের দিন তাকে পুনরুত্থিত ও একত্রিত করা হবে।

পান্তা ও ইলিশ:"একদিন বাঙালী ছিলাম রে" বাঙ্গালিয়ানার রেশ অনুভব করতে ও ধরে রাখতে রমনা বটমূল, ঢাকা শহরের অলিগলিসহ দেশের কিছু কিছু যায়গায় পহেলা

বৈশাখ পান্তা ও ইলিশ খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। মূলত আমরা পূর্বে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও বাঙালি বা বাংলাদেশী মুসলমান ছিলাম, আছি এবং ইনশাআল্লাহ থাকব। অর্থাৎ প্রত্যেক দিনই আমরা বাঙালি। হঠাৎ একদিনের জন্য পান্তা-ইলিশ খেয়ে বাঙালি সাজার কোন যুক্তিকতা নেই।

বাদ্যযন্ত্র ও পহেলা বৈশাখ ঃ শোভাযাত্র কিংবা বৈশাখী মেলায় ঢোল, তবলা, একতারা, হারমোনিয়ামসহ নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের বাহারি ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে খেলনা বাদ্যযন্ত্র শিশু, কিশোর-কিশোরীদের হাতে ব্যাপক হারে শোভা পায়। মুসলমান অভিভাবকগণ শখে এগুলো কিনে তাদের সন্তানদের হাতে দিয়ে থাকেন। একবারের জন্য ভাবেন না ইসলামি সাংস্কৃতি, ঐতিহ্য কিংবা শরীয়াতের সাথে এ সকল বাদ্যযন্ত্রের সাথে কোন ধরণের সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ যায়েজ নেই। কাজেই আমাদের সন্তানদেরকে আমরা ওসকল যন্ত্রগুলো কিনে দিতে পারি না। শুধু তাই নয় নানা রকম সাদা, লাল ও বাসন্তি রং এর বাহারি শাড়ি, ফতুয়া ইত্যাদি পোশাক যাতে নানারকম বাদ্যযন্ত্রের ছবি রয়েছে সেগুলো কিনে শরীরে পরিধান করি, আদরের সন্তানদের পরিধান করাই, এটাও ঠিক নয়। এতে পরকীয় সংস্কৃতি কিংবা অপসংস্কৃতির প্রতি আমাদের জুনিয়রদের আসক্তি বৃদ্ধি পায় বৈ কমে না।

সংস্কৃতিতে আমাদের এ পরকীয়ার মত দুরাবস্থা মূলত পরিকল্পিত। যা একটু পিছনের ইতিহাসে সাঁতার কাটলেই পরিস্কার হয়ে যাবে। ব্রিটিশদের ভারত শাসন আমলে আমরা ছিলাম ব্রিটিশ প্রজা। আরো একটি পরিচয় ছিল তা হচ্ছে ভারতবাসী। তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর ছিলেন উইলিয়াম বেন্টিক। সে সময়ে বেন্টিকের নির্বাহী পরিষদের আইন সদস্য হিসাবে ১৮৩৪ মিঃ ম্যাকলে যোগদান করেন। ম্যাকলেকে পেয়ে বেন্টিক ছিলেন বেজায় খুশী। গভর্ণর জেনারেল বললেন, আপনি আমাকে দুটি কাজ করে দিন, একটি হচ্ছে এদেশের জন্য (ভারতবর্ষের জন্য) প্যানাল কোড আর অন্যটি হলো শিক্ষানীতি। ম্যাকলে বললেন, স্যার! চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি খুব অল্পসময়ের মধ্যে দুটি করে দিচ্ছি। এমনভাবে তৈরি করে দেব যে, বিটিশ জাতি আপনাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী স্মরণ করবে। শিক্ষানীতি হবে এমনই যে, আমার প্রণীত শিক্ষানীতি দ্বারা এমন একটি শ্রেণি এদেশে তৈরি হবে যারা রঙ্গে ও রক্তে আর আকৃতিতে হবে ভারতবাসী কিন্তু পরবর্তীতে তারা হবে, নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও মগজে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার চরিত্রে চরিত্রবান। আমরা যদি এদেশে নাও থাকি, তাহলেও আমাদের আইন এবং আমাদের শিক্ষানীতি এদেশে চালু থাকবে আর আমাদের রেখে যাওয়া সংস্কৃতির পায়রোবীও তারা করবে 'জেনারেশন টু জেনারেশন'।

আজকে সময় এসেছে আমাদের জেনারেশনকে অপসংস্কৃতির কালো থাবা থেকে মুক্ত করার। নিজেও মুক্ত থাকতে হবে জুনিয়রদেরও মুক্ত রাখতে হবে। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া অপসংস্কৃতির রেশ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশী মুসলমানদের বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে এ আমাদের ঈমানি প্রত্যয়, এ আমাদের ঈমানি অঙ্গিকার। আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাবই ইনশাআল্লাহ।

সুন্নতের ঘর
মিরাজ হোসেন, ৯ম শ্রেণি

ফুলের কলি কুরআন খানি,
তোরা কে নিবিরে আয়।
কি সুন্দর ফুল ফুটেছে
ভূঁইঘর আলিম মাদরাসায়।
এই মাদরাসার ছাত্র-যারা,
দলে দলে আসেন তারা।
জান্নাতের আশায়,
কি সুন্দর ফুল ফুটেছে
ভূঁইঘর আলিম মাদরাসায়।
এই মাদরাসার ছাত্রী যারা
দলে দলে আসেন তারা।
জান্নাতের আশায়,
কি সুন্দর ফুল ফুটেছে
ভূঁইঘর আলিম মাদরাসায়।
এই মাদ্রাসার কমিটি যারা
কত কষ্ট করেন তারা
জান্নাতের আশায়
কি সুন্দর ফুল ফুটেছে
ভূঁইঘর আলিম মাদরাসায়

স্মৃতির ক্যানভাসে শিক্ষাসফর ২০১৬

হাকীম মোঃ হারুনুর রশীদ, প্রভাষক (আরবি)

ভূমিকাঃ জানুয়ারী থেকেই গুঞ্জন শুরু হলো যে এবার একটি জমজমাট শিক্ষাসফর আয়োজন করা হবে। কিছুদিন পর শিক্ষকদের অধিবেশনে এই সফরের ডিজাইনও পেশ করলেন অধ্যক্ষ স্যার। সাথে সাথে এটাও বলে রাখলেন এই সফরে যারা অনুপস্থিত থাকবেন তারা অবশ্যই আফসোস করবেন। সেই থেকে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমর নাম এ শিক্ষা সফরে থাকতেই হবে।

১৫/০২/১৬ তারিখে নাম এন্ট্রির তারিখ ঘোষণা হলো সবার আগে নাম তালিকাভূক্তি করবো ভেবে গিয়ে দেখলাম যথাবিহীত আমি ২ নং সিরিয়ালে আছি। এক নম্বরে আতিকুর রহমান হুজুর। ভিতরে ভিতরে একটা ভয় কাজ করছিল যদি উপযুক্ত সংখ্যক দর্শনার্থী না পাওয়া যায় তবে প্রোগ্রাম বাতিল হতে পারে। এ জন্য মশিউর স্যারের টাকা জমা দেয়া হলো জোর করে। মন্নান স্যারকে বিশেষ রিকোয়েস্ট করা হলো স্যারের সমস্যা আছে। অনুরোধ করলাম জাহাঙ্গীর হুজুরকে, তাঁর বাবা অসুস্থ্য তাই বেশী কিছু বলা যায়নি। মেহেদী স্যারের ম্যাডাম অসুস্থ্য(?) যাওয়া হচ্ছে না। রসায়ণ প্রভাষক আলম স্যারের পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম আছে, যাওয়া সম্ভব নয়। রশিদ হুজুরের মন ভালো না অবশেষে তিনিও ২ জনের টাকা জমা দিলেন, আবার মশিউর স্যারের মতো দুই জনের টাকা জমা দিয়েও অজিউল হূজুরের যাওয়া হয়নি। আরে ভাই কপাল বলে কথা! যাক শিক্ষকদের নাম তালিকাভূক্ত হলো, ছাত্রদের নাম তালিকাভূক্ত হলো। এ ব্যাপারে আবুসালেহ মোস্তফা হুজুর ও আতিক হুজুরের অগ্রণী ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

২৬/০২/১৬ তারিখ শুক্রবার জুমআর নামাজ থেকে বের হতেই আমার ছোটবোনের ফোন ভাইয়া, যেখানেই থাকেন তাড়াতাড়ি বাসায় যান। গিয়ে দেখি আম্মার অবস্থা অনেক খারাপ। প্রেসার মেপে দেখি ১৭০/১৯০ দ্রুত ঔষধ পত্র দিয়ে আম্মার প্রেসার কমাতে কমাতে রাত ১০টা। সকাল বেলা আম্মাকে মোটামুটি সুস্থ্য দেখে ভাবলাম গ্রামে চলে যাব আম্মাকে নিয়ে। আম্মা বললেন এ অবস্থায় গাড়ীতে চড়লে আমি অসুস্থ্য হয়ে যাব। আব্বার সাথে ফোনে পরামর্শ করলে আব্বা বললেন চিন্তা করো না আমি সকালে আসতেছি। আব্বা আর ছোট বোন আসলেন দুপুর ১২টায়। আমি শনিবার ফোনে অধ্যক্ষ সারের সাথে কন্ট্রাক করে ছুটি নিলাম। এ ফাঁকে শাহ আলম স্যার (ইতিঃ) ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেন শিক্ষা সফরে যাবো কিনা? একটু কড়া ভাষায় হওয়াতে আমি তো সরাসরি না করেই দিলাম। তবু দুপুর

১টার সময় মাদরাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি সফরকারীদের হাতে মাদরাসার শিক্ষাসফর লোগো যুক্ত একটি করে গেঞ্জি, স্মারক এবং আইডি কার্ড। তখনও যাচ্ছি কিনা আমি জানিনা কিন্তু আশা ছাড়ছিনা শেষ পর্যন্ত শাহ আলম স্যার আমাকে আবার শক্ত করে ধরলেন একটু সমস্যা ছিলো সারিয়ে দিলেন এবং আমাকে একটি স্মারক একটি গেঞ্জি দিলেন। স্মারকটা একনজরে পড়ে নিলাম সুন্দর উপস্থাপনায় ভাষার লালিত্যে দর্শনীয় স্থান সমূহের বিবরণ দিয়ে সালেহ হুজুরের লেখা । "সৃষ্টি বৈচিত্র্যে আল্লাহর নিদর্শন পাহাড়" শিরোনামে অধ্যক্ষ স্যারের চমৎকার এবং ভাবগম্ভীর লেখা আমাকে কঠিনভাবে আকৃষ্ট করলো। "শিক্ষাসফরের প্রস্তুতি ও করনীয়" বিষয়ে উম্মে হাবিবার দারুন লেখা। প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম কে এই উম্মে হাবিবা উত্তর পেলাম কে আর হবে, যেমন বাপ তার তেমন বেটি এ হলো উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সালেহ মোস্তফা। একটু আফসোস হলো যদি জানতে পারতাম এভাবে স্মারক হচ্ছে তবে আমি ছাড়াও হয়তো আরো অনেকেই কিছু লিখতে পারতো। সামছুল আলম স্যার ইংরেজি প্রবন্ধ ও মনিরুর ইসলাম স্যারের লেখা "সফরের আদব" ভালোই লাগলো। তো আমার হাতে একটি আইডি কার্ড ধরিয়ে দিলেন। এর এক ফাঁকে অধ্যক্ষ স্যার তো বলেই ফেললেন "সেই যাওয়া তো হচ্ছেই এতো নাকট কেন করলেন? কিছুই বলতে পারলাম না। শুধুই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে শুধু এটুকুই জানালাম, আমার মা অসুস্থ আমি এখনও মা থেকে অনুমতি নিতে পরিনি। অত্যন্ত বিচক্ষণ অধ্যক্ষ স্যার বুঝে ফেললেন এবং বললেন যান বাসায় গিয়ে শিউর হন সমস্যা হলে এখনি জানাবেন। বাসায় এসে মা এবং বাবাকে এসব দেখালাম অর্থাৎ অঘোষিত অনুমতি নেয়া। রাত্রে যখন মাকে সালাম করছি মা মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা কখন ফিরবি? আম্মু দুই দিন পর। যাও আল্লাহ হাফেজ, ফী আমানিল্লাহ। সেই থেকে ভালোলাগা শুরু। বাবা বলেদিলেন সাবধানে থাকিস।

***সকল নাটকের পরিসমাপ্তিঃ** অবশেষে সকল নাটকের পরিসমাপ্তি, শুরু হচ্ছে যাত্রা। বিকালে কথা হল ইশার সালাত মাদরাসায় আদায় করে ৮.২০ মিনিটে গাড়িতে আরোহন করা হবে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে আমার পরিচালনায়।

এসে দেখি আলম স্যার (রাসায়ণ), মেহেদী স্যার দুজনেই হাজির। আরো আছে বাপবেটার ২টা জুটি সহ মোট ৫০ জনের কাফেলার যাত্রা। একটু দেরিতে হলেও অনুষ্ঠান শুরু করতে পারলাম। কুরআন তেলাওয়াত করলো শাহাদাত হোসাইন আলিম পরিক্ষার্থী'১৬ এবং হামদ পেশ করলো আব্দুল্লাহ তামীম আলিম ১ম বর্ষ। সকলের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন ও দোয়া কামনা করে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন অধ্যক্ষ স্যার। এর আগে কয়েকবার আমাকে ঘোষণা দিতে হলো শাহ আলম প্রভাষক (ইতিঃ) কে অন্ধকারের দরুন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মিলাদ পরিচালনা করলেন হাফেজ গোলাম কিবরিয়া মুনাজাত পরিচালনা করলেন ইবি প্রধান আতিকুর রহমান নোমানী হুজুর। তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হলো গাড়ী তে সবাইকে যানবাহনের দোয়াটি বারবার পড়াবেন এমন কি গাড়ী যতবার যাত্রাবিরতী করবে ততবারই। গাড়ী চললো চট্রগাম অভিমুখে আর ঘোষণা হচ্ছে **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ মাদরাসা**র নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে বার বার। আনন্দময় মিছিল সহ নির্মল নিস্পাপ হাসি কৌতুক এর মধ্যে গাড়ী চলছে। সামনে মাঝে মাঝে ইসলামী সঙ্গীত, সমস্বরে হামদ নাত আর দেশের গান চলছে। এর ফাঁকে আবু সালেহ মোস্তফা হুজুর ও অধ্যক্ষ স্যার ডেকে নিয়ে আমাকে পরামর্শ দিলেন যে এখনি কণ্ঠের ভারসাম্য যেন নষ্ট না করি কারণ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে। দারুন পরামর্শ! দেখতো? বুদ্ধিমানের ১ নজর আর বোকার সারা দিন তাকিয়ে থাকা। এ দিকে শুরু হলো হকার তথা চকলেট বিক্রেতার জ্বালাতন। আশরাফ গং.. প্রতি চকলেট ১০ টাকা করে বিক্রি করছে। আসলে উন্নত মানের চকলেট তো! শিক্ষকগণ বাধ্যতামুলকভাবে দয়া করে অনেকেই কিনলেন কিন্তু সমস্যা পাতালেন সাইফুল হুজুর, দাম দিলেন মাত্র ২টাকা। যাক অনেক মজা করে পরে সমাধা হলো। এর পর থেকে আমি একটু কম অংশ নিলাম আর ছেলেদের জন্য মাইক ছেড়ে দিলাম দেখতে দেখতে বাস ছুটে এল চৌদ্দগ্রাম যেখানে আমাদের যাত্রাবিরতী দেয়ার কথা এদিকে কখন যে রাত ১২টা বেজে গেল **টেরই পাইলামনা।** সেখানে হোটেল গ্রিণ ভিউতে সকলেই নাস্তা করার জন্য নামলাম। প্রাকৃতিক কাজ-কর্ম সেরে সবাই হাত মুখ ধোয়ার জন্য বেসিনের সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন । একমাত্র আমি সে সাবানে হাত দেইনি। আমি আমার ডিজিটাল হ্যান্ড ওয়াস তথা কাগজের সাবান ব্যবহার করলাম। পরে অধ্যক্ষ স্যার ও দেখি বেসিনের সাবান ধরেননি তাই তাঁকে আমার কাগজের ডিজিটাল সবান শেয়ার করলাম এবং নগদ ধন্যবাদ পেলাম। আসলে আমরা অনেকেই খেয়াল করিনা যে হোটেলের সাবান কিন্তু নিরাপদ নয়। তারপর সবাই নাস্তা সেরে গাড়িতে আবার উঠলাম। এবার পেট একটু ভারী হওয়াতে মিছিল, হাসি আর গান একটু কমে গেল। গাড়ি চলছে দ্রুত গতিতে। সবাই নিদ্রার জগতে একটু ঘুরে আসতে না আসেতেই কখন যে চট্রগ্রাম পার হয়ে বান্দরবান জেলায় এসে পড়লাম **টেরই পেলাম না।** সর্পিল আকারে আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে ঘুরে ঘুরে গাড়ি সামনে এগুচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল আল্লাহ! এই বুঝি গাড়ি কাত হয়ে পড়ল। যাক ফজরের আযান হয়ে গেল। মাইক চালানো নিষেধ। মুখেই সবাইকে ডেকে বললাম আমরা কিন্তু বান্দরবান এসেই গেছি একটু পরেই নামব। চারদিকে ফর্সা, বাইরে তাকালে আলো দেখা যায়। আমাদের গাড়ি বান্দরবান পৌরসভা বাস টার্মিনালে এসে থামল। পাশেই মসজিদ সবাই যখন মসজিদের ওজু খানায় গেলাম অনেকেরই এ

সময় প্রাকৃতিক ডাক এসেছে। দুইটা মাত্র বাথরুম তাও একটা তালা লাগানো। এদিকে লম্বা লাইন। ঈমাম সাহেবকে মসজিদে গিয়ে বললাম চাবি দিতে ব্যাটা পকেট হাতরায় আর বলে খোলা আছে তো? ব্যাটারে কি করে বুঝাই আমরা বেশি মানুষ একটা বাথরুম চাবি দিন তাড়াতাড়ি। কিন্তু ব্যাটা নামাজে
দাঁড়িয়ে গেল। একটা বাথরুমেই সবাই সারল। এবং কেউ কেউ জামাত কাজা করল। সবাই ফজর নামাজ শেষ করে গাড়ির সামনে এসে দেখি এখানে পৌরসভার পাবলিক টয়লেট আছে। এবার যাদের ইচ্ছা হলো ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত হলো। ইতিহাসের প্রভাষক শাহআলম স্যার যেভাবে ক্ষ্যাপছে আমরা ভাবছি বেচারা ঈমামের কপালে কী জানি আছে আল্লাহই মালুম। যাক, ব্যাটার কপালটা ভালই বলতে হবে।

বান্দরবানের কোন বান্দরের মুখ এখন পর্যন্ত দেখা না মিললেও মনে হচ্ছিল চিড়িয়াখানার বান্দরদের খাঁচা খুলে দিলে যেমন সামলানো দায় তেমনি আমাদের ক্ষুদে দর্শনার্থীদের অবস্থা। পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে ,ওদিকে চেনা নেই জানা নেই ক্যামেরা নিয়ে চলে যাচ্ছে এদিক সেদিক। তাই দেরি না করে তিনটি গাড়ি ঠিক করে প্রতি গাড়িতে ১৭ জন করে উঠে দু'টি হোটেলে ভাগ করে সকালের নাস্তা সেরে নিলাম। এর পর সেই চান্দের গাড়ি ..

চান্দের গাড়ির বৈশিষ্ট্যঃ এই গাড়িগুলো আমাদের সমতলে বা লোকালয়ে চলা গাড়ি থেকে একটু ভিন্ন। এগুলো লেগুনা টাইপের। তবে উপরে ছাদ বা কোন প্রকার আবরণ নেই। এ গাড়ি গুলোর গতি অনেক বেশি এবং প্রতিকূল অবস্থা তথা পাহাড়ে উঠার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ইঞ্জিন এতে ফিট করা। আগে এ এলাকার যানবাহন হিসেবে ব্রিটিশ আমলের শক্তি শালী ইঞ্জিন বিশিষ্ট গাড়ি ছিল। বর্তমানে সে আদলে তৈরী শক্তিশালী ইঞ্জিন দিয়ে বানানো ইন্ডিয়ার মাহেন্দ্র মোটর কম্পানির আমদানি করা গাড়িগুলোই বান্দরবানের ভরসার যানবাহন। পুরো বান্দরবান
জেলায় তিন হাজারের মতো গাড়ি আছে। গাড়িতে আমাকে শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞাসা করেছিল এ গাড়িগুলোকে চান্দের গাড়ি বলা হয় কেন? মহাবিজ্ঞের মত উত্তর দিলাম চান্দে যাওয়া মানে মহাশূণ্যে যাওয়া, আর গাড়িতে করে আমরা যাচ্ছি মেঘ ধরতে অর্থাৎ চান্দের কাছাকাছি চলে যাচ্ছি। মহাশূণ্যে যেতে যেমন রকেট ছাড়া গতি নাই, তেমনি চান্দের দেশে যাওয়ার জন্য যদি হাইওয়ে কোন রাস্তা থাকত তবে এ গাড়িই হতো ভরসা। তাছাড়া এ গাড়িতে কোন ছাদ নেই সোজা তাকালেই চান্দু বাবাজিকে দেখা যায় বিশ্বাস না হয় ঐ দেখ (এ সময় সত্যি আকাশে চাঁদ ছিল)।

চৌম্বকের টানে চলল গাড়ি চিম্বুকের পানেঃ সকাল ৯.৩০ মিনিটে নাস্তা সেরে সবাই নিজ নিজ আসনে গাড়িতে উঠে বসলাম। আমি যে গাড়িতে ছিলাম সে গাড়িতে ড্রাইভাররের পাশের সিটে ছিলেন অধ্যক্ষ স্যার। পেছনে আমি ও ইবি প্রধান নোমানি

সাহেব ছাড়া আর সবাই ছিল ছাত্র। তার মধ্যে শাহাবুদ্দিন, ইমতিয়াজ, আশ্রাফ সিদ্দিকি, শাহাদাত, নাজমুল, কাইয়ুম, আনিস, ইব্রাহিম, আরাফাত, আব্দুর রহিম সহ আরো মেহমান মিলে মোট ১৪ জন এর মধ্যে ৮জন হাফেজ ৪জন শিল্পী। গাড়ি চলছে চিম্বুকের উদ্দেশ্যে। একটু পরে চিৎকার আর মাত্র

১৫কি.মি.। এভাবে গাড়ি যখন উপরের দিকে ওঠতে শুরু করে সবাই মিছিল, লিল্লাহে তাকবীর এবং সমস্মরে আল্লাহ আকবর আর ডানে বামে তাকিয়ে চোখজুড়ানো দৃশ্য সারি সারি মুকুল ভর্তি আমের বাগান। মাঝে মাঝে আনারস, কলা ইত্যাদি ফলজ বনজ কাঠ জাতীয় গাছের সমাহার। এত সুন্দর লাগছে যে নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। স্বপ্ন দেখছি নাকি? নাহ! স্বপ্ন নই বাস্তবই সব। চারপাশে ঘনসবুজ গাছপালায় সুসজ্জিত পবর্তরাজি যেন আমাদের মুসকি হেসে স্বাগত জানাচ্ছে। আমরা লিল্লাহে তাকবীর সমস্মরে আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে মুখরিত করছি। এদিকে বেলা বাড়ছে। দু'চার জন উপজাতিকে রাস্তার পাশে দেখা যাচ্ছিল। যারা আমাদের তাকবির ধ্বনিতে ফেল ফেল করে তাকিয়েই ছিল মাত্র। দৃশ্যগুলো দেখেই সেই আয়াত খানাই হৃদয় পটে বার বার ভেসে উঠলো (اینما تولوا فثم وجه الله)

অর্থাৎ যে দিকেই তুমি দৃষ্টি নিবন্ধন কর আল্লাহর নিদর্শন তুমি দেখতে পাবে। এদিকে আমরা মিছিল নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মিছিল পরিবর্তন হচ্ছে। আয়াতুল্লাহ আয়াতুল্লাহ সমস্মরে ছোবহানাল্লাহ ছোবাহানাল্লাহ। আমি নিজেই গান ধরলাম-

ঐ পাহাড় আর গাছ গাছালি .....নীল ঝরণার গান,
জানিগো প্রভু জানিযে শুধু সকলই তোমার দান।।

গানটা সবাই মিলে দলীয় সঙ্গীতে পরিণত করে শেষ করল। হঠাৎ নোমানী সাহেব ডাক দিলেন (উনযুরুল ইয়ামিন) তোমরা ডানে তাকাও, ওদিকে তাকিয়ে চোখছানা বড়া, ইস! কি সুন্দর একটা লোকালয়! ছোট ছোট ঘর বস্তি আকারের বানানো সাথে দাঁড়ানো পাহাড় মায়ের আঁচল দিয়ে যেন ঢেকে রাখছে। দেখে মনে হয় কোন শিল্পীর আঁকা ছবি। গান ধরল আশ্রাফ-

নানা রং ফুলে ফলে ছড়িয়ে
শিল্পীর ছোঁয়া এক আছে জড়িয়ে....

দেখতে দেখতে মিছিলে আর গানে গানে ২০ কি.মি. রাস্তা কোন ফাঁকে পার হলাম **টেরই পেলাম না**। যাক গাড়ি এসে থামল বান্দরবানে পাইন্দুরেঞ্জ চিম্বুক ফরেস্ট কেন্দ্রের সামনে। তাইতো আমরা

পবর্ত জয়ের মহাসুখে, উঠে পড়লাম চিম্বুকের বুকে।

এখন সকাল ১০টা আমরা এখন দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বত চিম্বুকের চুড়ায়। এখানে তিনটি পর্যটন অফিসের দুটিই বন্ধ। ভাবলাম একটু পরে খুলবে। কিন্তু পরে জানলাম তিন বছর হলো কোন অফিসার এখনও নিয়োগ দেয়া হয়নি। মোবাইল কোম্পানির একটা টাওয়ার আছে। সিকিউরিটি গার্ড স্বরূপ একজন লোক থাকে। তার সাথে কথা বলতে গেলাম তিনি জানালেন এ পর্বতটির বৈশিষ্ট্য এখানে দাঁড়িয়ে আগে মেঘ ধরা যেত। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য গাছপালা কেটে উজাড়

করে ফেলাতে সেই মেঘ এখন আর হাতের কাছে পাওয়া যায় না, শুধু দূর থেকে দেখা যায় মাত্র। তার থেকে আরও জানলাম এখানে পানির খুব কষ্ট। অনেক নীচ থেকে পানি আনতে হয়। সবাই মিলে ছবি উঠালাম যে ভদ্রলোকের সাথে কথা বললাম তার নাম শাহ্ নেওয়াজ বাড়ি কিশোরগঞ্জ সে পুলিশ কনস্টেবল। পাহাড়ের চারদিকে তাকাতে অনেক সুন্দর দেখায়। মনে হয় কুয়াশায় ঘেরা মেঘযুক্ত পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে মিলাদ পড়ছে। আর চিম্বুক সেই মিলাদের পরিচালনা করছে।

আলম স্যারের মেঘ ধরাঃ হঠাৎ একটু নিচে দেখলাম আলম স্যার ভীষণ বেগে দৌড়াচ্ছেন যেন বান্দরবান এক্সপ্রেস। ছেলেরা হতচকিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল স্যার ঐ দিকে এমনভাবে দৌড়াচ্ছে কেন? আমি বললাম স্যার ঐখানে কলাগাছের ফাঁকে ছোট একটি ঘর আছে সেখানে মেঘ ধরতে যাচ্ছেন। কেউ কেউ শান্ত হলেও অনেকেই মূল ঘটনা বুঝে মিটি মিটি হাঁসতেছিল। পরে গাড়িতে

মূল্যায়ণ অনুষ্ঠানে স্যার নিজেই বলেছিলেন আমি যাচ্ছিলাম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। কিন্তু ছাত্ররা ভাবছে আমি মেঘ ধরতে যাচ্ছি। দারুন একটি আনন্দদায়ক ঘটণার অবতারণা হলো। সবাই হাসলাম।

চিম্বুক থেকে নেমে ঐখানে ছোট একটা বাজার দেখতে পেলাম যেখানে পাহাড়ী ফলমুল রুটি নাস্তা কাপড় ইত্যাদি বেচা-কেনা হচ্ছিল। অনেকেই কেনাকাটা করে গাড়িতে উঠল আর আমি সেখানে একটু ঘুরতে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম একটা টেবিলের উপর একখানা দুরবীন যন্ত্র ও একটি পানির বোতল। বুঝতে পারলাম আমাদের ছাত্রদের। নিয়ে গাড়িতে এলাম। গাড়ি ছাড়ল নীল গিরির উদ্দেশ্যে। গাড়িতে গান শুরু হলো -

‘সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি
ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি।’

মিছিলতো আছেই সাথে গান ধরল ইমতিয়াজ--

‘হাজার গানের মাঝে একটি গানও যদি
আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় হয়,
সেইতো খুশীর কথা, সেইতো সফলতা,

চাওয়া পাওয়ার আর কিছু নয়।

জান্নাতের পাখি মতিউর রহমান মল্লিক এর লেখা এ গানটি ১৫ বছর আগে তাঁরই কণ্ঠে শুনে ছিলাম। আজ আবার বুঝতে পারলাম,আল্লাহর প্রিয় বান্দারা অমর। দু'পাশে কাশবন ফুলে ফুলে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছে আমাদেরকে। এখন আগের তুলনায় একটু লোক সমাগম বেশি দেখা যায়। কিন্তু লোকগুলোর চেহারায় একটা সরলতার ভাব দেখতে পাওয়া যায়। উপজাতীদের সরলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটা গল্পও শুনালাম। ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীদের

বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হচ্ছে। হঠাৎ হৃদয়ের আবেগ ঝরানো সেই না'ত শুর করল আশ্রাফ-

'হে রাসুল বুঝিনা আমি রেখেছ বেঁধে মোরে কোন সুতোয় তুমি'

মিছিলে মিছিলে এগুচ্ছে আমাদের গাড়ি এবার গান ধরল আশ্রাফ-

তুমি রহমান তুমি মেহেরবান ..

অন্ধ গাহেনা শুধু তোমারি গুণগান

পাগল হওয়াঃ নোট লিখতে প্রবল বাতাসের কারণে গাড়িতে বিরক্ত করছিল গলায় ঝুলানো আইডি কার্ডটি। তাই এটাকে পাঞ্জাবির ভিতর রাখতে গিয়ে মনের ভুলে নোট খাতাটি রেখে দিলাম। পরে লিখতে গিয়ে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন মনে মনে প্রশ্ন করলাম পাগল হয়ে গেছি নাকি? ঠিক সেই প্রশ্নের উত্তর পেলাম ইমতিয়াজের কণ্ঠে। শুরু হলো গান-

'আজ এখানে কাল কি হবে জানিনা.....

তুলতে চাই আখেরের ফসল ,

আমরা যে আল্লাহর পাগল, আমরা যে আল্লাহর পাগল।

গাড়িতে হেল্পারের সাথে পরিচয় হলো সে জিজ্ঞাসা করল, স্যারের গ্রামের বাড়ি কোথায়? আমি জানালাম, কুমিল্লায় এবং তার গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালি বলে সে জানায়। এ দিকে শিল্পীদের গান শুরু হলো-

'এই অলি আল্লাহর বাংলাদেশ, শহীদ গাজীর বাংলাদেশ

রহম করুন আল্লাহ, রক্ষা করুন আল্লাহ'

পাহাড়ীদের আচরণঃ গাড়িতে নাজমুল আমাকে জিজ্ঞেসা করলো এখানে বাচ্চাগুলোর আচরণ কেমন যেন বিদঘুটে, এক বাচ্চাকে তাঁর নাম জিজ্ঞেসা করলে সে বলল নাম দিয়ে কি হবে? আর তারা কথা বলতে চায় না। কারো সাথে মিশতে চায় না। উপস্থিত তাকে উত্তর দিয়েছিলাম তবুও রাতে গাড়ির মধ্যে এ বিষয়টা নিয়ে

প্রশ্ন করাতে সাখাওয়াত স্যার গবেষণামুলক তথ্যসহ উত্তর দিয়েছিলেন পার্বত্য অঞ্চলের মানুষগুলো শিক্ষাদিক্ষার অভাব। এরা প্রচুর কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহের জন্য দৈনিক পাহাড়ি এ দুর্গম পথে ৫০ থেকে ৬০ মাইল হাঁটতে হয় বড় বড় বোঝা নিয়ে। আবার ওদের ভয়ও আছে সবমিলিয়ে তারা একটু অমিশুক। কিন্তু তাদের মধ্যে সরলতার বিষয়টা স্বাভাবিক যে জিনিসটা তারা ২০ টাকা চাইবে সেই জিনিসটা ২০ টাকাই বিক্রি করবে।

নীলগিরিঃ গাড়ি এসে পৌঁছল নীলগিরির সেই দর্শনীয় পবর্ত এর পাশে। এ দিকে হাফেজ গোলাম কিবরিয়া সাহেব বমি করে একেবারে ফিট। তাকে গাড়িতে রেখে আমরা উঠলাম নীলগিরিতে। এ এক আশ্চার্য্য জগতের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি। আকাশ আর পাহাড় মিলিমিশে খেলা করছে। আঁকা বাঁকা সর্পিল সাঙ্গু নদী যেন তার খেলাকে আরও মাতিয়ে তুলেছে। পাশে হেলিপেড। চোখ যত দুর যায় কেবল মনে হয় সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাম। আহ! কি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এ পৃথিবী, এখানে না আসলে বুঝা মুশকিল। এখানে এটা মূলত সামরিক স্থাপনা। এখানে একটি দূরবীন আছে। তা দিয়ে ৫০ টাকার বিনিময়ে পুরো পার্বত্য অঞ্চল

দেখা যায়। সেখানে কর্তব্যরত সেনা অফিসার সিপাহী মিনহাজুল ইসলামের সাথে কথা বললাম এবং তার কাছ থেকে জানতে পারলাম অজানা অনেক বিষয়। শিক্ষকরাও এ সাক্ষাৎকারটি অনেক উপভোগ করেছেন। সাইফুল হুজুর, আবুসালেহ মোস্তফা হুজুর, সাখাওয়াত স্যার মিনহাজুলের সাথে পোচ দিতে ভুল করেনি। মিনহাজুলের একটা কথা না বললেই নয়, তিনি বললেন দুই বছর এখানে ডিউটি করছেন কিন্তু একটু সর্দি জ্বরের ছোঁয়া আজ পর্যন্ত তার গায়ে লাগেনি। কি দারুন প্রকৃতির খেলা বান্দরবান জেলা। নীচে নেমে এসে অনেকে ফল-মুল কিনল, আমি কিনলাম ্ইয়া বড় একটা ডিঙ্গি ফল আমি কিনেছি ঔষধের জন্য, কিন্তু বিক্রেতা জানালো এটা ঘরে থাকলে ভুত আসেনা।

গুডবই নীলগিরি এবার আমরা সামনে চলিঃ সকল আশা প্রত্যাশা শেষ করে মেঘের কোল থেকে ফেরার পথে আমরা হৈ চৈ করে নেমে পড়লাম শৈল প্রপাত ঝরনা দেখতে। কি আনন্দ সবার মাঝে। হুড়মুড় করে যার যেমন নেমে পড়ল ঝরনার ধারায়। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে নেমে আসা ঝরনা তথা পানির স্রোত পাথরকে কেটে কি এক শৈল্পিক আকৃতি দিয়েছে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। এ দিকে গাছের লতায় ছেলেদের বানর ঝোলা দেখে রশিদ হুজুর আর থাকতে পারে নি। সেই শিশু কালের বাদরামি একটু ঝালাই করে নিলেন। পা দু'টো লতায় আঁকড়িয়ে মাথা ও হাত নিচের দিকে ছেড়ে দিয়ে বাদুর ঝোলা এদিকে ক্যামেরার

অত্যাচার, সালেহ হুজুরের পাহাড় উল্টিয়ে ফেলার চেষ্টা, সকলের দৌড় ঝাপ কখন যে সময় গেল **টেরই পেলাম না**। অধ্যক্ষ স্যারের ডাকে সাড়া দিয়ে সবাই গাড়িতে উঠে ফিরলাম বান্দরবান বাস টর্মিনালে যেখানে আমাদের বাস রাখা আছে। আমার ডিঙ্গি ফলটা আর আনা হয়নি ভুলে চান্দের গাড়ীতেই রয়ে গেল। যাক আমরা যোহরের সালাত আদায় করে দুপুরের খাবার শেষ করলাম ।

চল সামনে চল, এবার যাবো নীলাচলঃ গাড়ি চলছে এবার সামনের দিকে। নীলাচলের আঁচলের নীচে বসে আকাশের মেঘকে কাতু কুতু দিয়েই ছাড়ব আজ। যাক নামলাম নীলা চলের সেই ঐতিহ্যবাহী পর্বতের পাশে । নামার সময় মেহেদী স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম কি খবর? আরে বইলেন না, চারজন বমি করেছে কি যে অবস্থা? আমি বললাম,আমাদের গাড়ীতে ৮জন হাফেজ ছিল তাই আল্লাহর রহমত ছিল একজনও বমি করেনি। স্যার শুনে বললেন, আরে আপনার বড় হাফেয কিবরিয়া সাহেবই তো প্রথম এবং বেশি বমি করেছে। আসলে চুপচাপ বসে থাকলে এটা একটু বেশিই হয় গাড়িতে। যাক, এখানে পাহাড়গুলো আলোকিত ও আঁধারে বেষ্টিত। কারণ এক পাহাড়ের ছায়া অন্য পাহাড়ে গিয়ে পড়লে সে পাহাড়টি কালো দেখা যায় এবং অন্যটি ফর্সা দেখা যায়। আর সব পাহাড়ের উপর মেঘ খেলা করছে। নীলাচলের আঁচলের নিচে বসে সব দেখে নিলাম। বান্দরবান শহরটি এখান থেকে পরিস্কার দেখা যায়। অনেক সুন্দর ছবি উঠালাম নামার সময় স্লিপারে স্লিপ খেলাম বহু বছর পর। ছেলেরা ছবি নিল। কোমরে একটু ব্যথাও পেয়েছি। যাক নেমে এসে আলম স্যারের কেনা পেঁপে খেলাম। হায় আল্লাহ! পেঁপে এত মজা হয়? সবশেষে গাড়িতে চড়ে আমরা আবার মেঘলার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

মেঘলা গ্রিন রিসোটর্স পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শনঃ কি মুগ্ধ! কি মনোরোম! এমন ভাবে সাজিয়েছে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে। এর মধ্যে আছে ঝুলন্ত ব্রিজ, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাওয়ার রাইডার (ক্যাবল কার), ট্রেনে চড়ার ব্যবস্থা, মিনি চিড়িয়াখানা। মেঘলার সর্বোচ্চ পাহাড়ে উঠে রশিদ হুজুর ভয়ে বাড়িতে ফোন করে মাফ চেয়ে নিলেন জীবনে আর ফিরতে পারেন কিনা এই ভেবে। সব কিছু দেখে আসরের সালাত আদায় করে মুনাজাত শেষে গাড়িতে উঠে আমরা কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

স্বপ্নের কক্সবাজারঃ রাত ৯টার দিকে আমরা এসে পৌঁছলাম কক্সবাজার। গাড়িতে থাকা অবস্থায়ই আমরা কক্সবাজারের সেই সমুদ্র সৈকতের ঠান্ডা হওয়ার শান্তি অনুভব করলাম। গাড়ি থেকে নেমে হোটেল সি আরাফাতে যার যার রুমে অবস্থান করি। কিন্তু ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। কখন যে ঘোষণা হবে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি চুক্তির খবর অর্থাৎ রাতের খাবার। তখনই বুঝতে পারলাম পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দময় ডাক হলো

খাবারের জন্য ডাক। এর পর 'ঢাকা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট' এ সবার খাবার ব্যবস্থা হলো ঘোষণা দিলো শাহ্ আলম স্যার। খাওয়া দাওয়া ও নামাজ শেষ করে পূর্ণ নিরবতার ঘোষণা দেয়া হলো। কিন্তু বিশাল সমুদ্রের হাতছানিতে আর হোটেলে থাকতে পারলনা সমুদ্র প্রিয়াসী পর্যটকবৃন্দ। চুপিসারে অনেকেই ভরা জোয়ারে রাতের সাগরের সাথে দেখা না করে আর পারলেন না। আমিও বাদ যাই নি এ অংশ গ্রহনে। সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীর বিছানায় রাখার পর সারা রাত কিভাবে গেল **টেরই পেলাম না।** টের পেলাম তখন যখন আতিক হুজুর বলল ফযরের জামাতের আর দশ মিনিট বাকী। পর দিন সকাল বেলা সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আবার সমুদ্রের পাড়ে গেলাম এবং দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলাম। এসে দেখি সবাই প্রস্তুত গাড়িতে উঠে হিমছড়ির উদ্দেশ্যে যাব এর পূর্বে

অধ্যক্ষ স্যারের ব্রিফিং হলো হোটেলের করিডোরে। সাথে চোরাবালি ও গুপ্ত খাল সম্পর্কে আমি কিছু সতর্কবার্তা দিলাম। দেখলাম অনেকের চেহারা ভয়ে কালো হয়ে গেছে।

পাহাড় সাগর কাছাকাছি আমরা ইনানী যাচ্ছি ঃ সমুদ্রের তীর ঘেষে গাড়ি চলল সামনে। ডান পাশে নেচে নেচে সমুদ্র খেলা করছে আর বাম পাশে পর্বতসমূহ দাঁড়িয়ে দাঁতকেলিয়ে হাঁসছে আর সে খেলা দেখছে। এ দিকে পূর্বদিগন্তে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্য তার লালচে আলো আমাদের খোকাদের কপালে চুমো এঁকে দিচ্ছে তাই সবাই গান ধরল-

" পাহাড় সাগর আর সবুজ বনে
ভ্রমরের গুন গুন গুনঞ্জরনে
ভেসে আসে ওই সুমধুর তান,
চারদিকে শুনি আল্লাহর জয় গান।
আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।"

গাড়ি এসে থামছে ইনানী বিচে সকাল ৭টা। আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছোটি আর ফুটবল খেলা শুরু হলে দেখলাম রশিদ হুজুর দারুন দৌড়াতে পারে। বালুর মধ্যে বড় করে আমার নিজের নামটা একবার লিখলাম। এমন সময় অধ্যক্ষ স্যার এসে হাজির। দেখে বললেন এটা শুধু নিজের হয়ে গেল না? আপনি ইচ্ছে করলে মাদরাসার নাম লিখতে পারতেন। পরে অন্যখানে তাই করলেও অধ্যক্ষ স্যার দেখলেন না। তখন আমার সাইমুনের সেই গান টি মনে পড়ল-

'পরের জন্য করলে কিছু নিজের জন্য করা হয়,
আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান পাওয়া যায়।'

পরিশেষে ইনানীর বেলা ভুমিতে দাড়িয়ে মিলাদ ও আকর্ষণীয় দোয়া হলো আমাদের সাথে যোগ দিলেন রাজশাহী শাহ মাখদুম কলেজের প্রভাষক শাহিন আলম স্যার। পরিচিতিও ফটো সেশন শেষে সবাই গাড়ির দিকে চলল, এ ফাঁকে অধ্যক্ষ স্যার বললেন চলেন ঐ ডিঙ্গি নৌকা(সাম্পান) গুলো দেখে আসি। যেই কথা সেই কাজ। সেখানে গিয়ে কথা বললাম একটি নৌকার সরদার জেলে ফরিদ উদ্‌দীনের সাথে। মাসে ২০/৩০ হাজার টাকার আসে প্রতি নৌকায় মালিককে দিতে হয় অর্ধেক বাকী টাকা ৫/৬ জনে ভাগাভাগি করে নিতে হয়। ১ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে চলে ফরিদের সংসার। ঝড়ের সময় সমুদ্রে বাচার জন্য নিজেদের মনোবল ছাড়া আর কোন ট্রেনিং তাদের নেই। এদিকে সাইফুল হুজুর এসে হাজির কি দারুন গান ধরলেন...

নোঙ্গর ফেলি ঘাটে ঘাটে হায়রে বন্দরে বন্দর।

সাখাওয়াত স্যার ও কয়েকজন ছাত্র ও এলো এবং ফটোসেশন হলো। এরপর সবাই ফিরে এলাম এবং নাস্তা সেরে গাড়িতে উঠলাম। ছেলেদের সামনে কেন যে বলছিলাম তিন পারাটা আর ডিমভাজি ডাল পেটের যে কোন জায়গায় রাখছি **টেরই পাইলামনা।** ছেলেরা গান শুরু করলো----

আমার পেটের মধ্যখানে রুটি যেখানে ডাল সেখানে,
সেখানে তোমারে আমি রখেছি অনেক যতনে
ও আমার ডিম বাবাজি রে---

বাস চলছে হিমছড়ির উদ্দেশ্যে। দুইপাশে সুপারি গাছের বাগান দেখে মনে হলো নজরুলের লেখা "বাতায়ন পাশে গোবাক তরুর সারি।"একটু পরেই হঠাৎ গাড়ী থামলো আর চালক পরিবর্তন হলো। ছেলেরা মিছিল তুললো "নতুন ড্রাইভারের অগমণ,শুভেচ্ছা স্বাগতম।" দেখতে দেখতে গাড়ি হিমছড়ি এলো এবার মিছিল -

ওয়েলকাম হিমছড়ি,আমরা এবার নেমে পড়ি।

হিমছড়িতে কিছুক্ষণঃ বাস থেকে নেমে সবাই হুড়মুড় করে উঠে গেলাম হিমছড়ির উঁচু পাহাড়ে। আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সেই আয়াত পড়ে শোনালাম (ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুছিবাত)দেখ ! আমি কিভাবে পর্বত রাজিকে সংস্থাপন করেছি। দেখলাম কোরানের সেই বাণী অনেকেই আগ্রহ ভরে শুনছে। আরো দেখলাম অনেকেই জড়ো হচ্ছে আমাদের সাথে। ওখানে কয়েকটি দোকান দেখলাম । শশা দেখে কিনতে গেলাম ২ থেকে ৫ টাকা দামের চায় ৩০ টাকা। ১টা পানির বোতল কিনে চুড়ায় যেতেই অধ্যক্ষ স্যার হাজির। ছেলে মানুষি আবদার করলাম, ঐপাহাড় টা জয় করে আসি? ওটার পর যে অরেকটা জয় করতে মন চাইবে? অধ্যক্ষ স্যারের এমন প্রশ্ন উপেক্ষা করেও উঁচু পাহাড়ে উঠলাম,এখন দেখি স্যারের কথাই

ঠিক, আসলে জয় বিজয়ীকে নেশার মত আচ্ছন্ন করে রাখে। আমি আরেকটা পাহাড়ে উঠতে যাব এমন সময় পিছন থেকে শাহিন, নাজমুল ও তার বন্ধু রাসেল বলল, স্যার দাড়ান আমরা আসছি। সাথে দেখি দুই ক্ষুদে বীর নাদীম ও রহমত উল্লাহ সাথে এলো। উপস্থিত পরিচিত আমার **১৫** বছরের জুনিয়র সতীর্থ বন্ধু নোয়াখালী কলেজের ছাত্র রাজিব ও সুমন। পাহাড়ে উঠার সময় বিজ্ঞানের ছাত্র শাহীন বললো উপরে উঠার সময় বায়ু মন্ডলের প্রতিকুল চাপ অক্সিজেনের পরিমান কম থাকাতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে,আরো অনেক তথ্য দিলো সে ভালোই লাগলো।
সবাই মিলে পাহাড়ে উঠলাম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সবাই মিলে সেজদা করলাম এবং বিশেষ মোনাজাত শেষে নেমে এলাম নীচে। পাহাড়ে উঠা যেমন কষ্ট

নামা তেমনই বিপদ জনক। একবার পা ফসকালে অক্কা পেতে সময় লাগেনা তাই আবার শুকরিয়ার সেজদা আদায় করলাম। এরপর ঝরণার পাশে গিয়ে শরীর ঠান্ডা করে এসে গাড়ীতে উঠলাম এবং সোজা হোটেলে এলাম।

সমুদ্রে গোসলঃ চূড়ান্ত আনন্দ করেছি আমরা সমুদ্রে গোসলের সময়, যার বর্ণনা দিতে ২০পৃষ্ঠা লাগবে। আমাদের দৌড়ঝাপ, সাঁতার, পিরামিডতৈরী এবং এ্যাকশন মিছিল অনেক দর্শককে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। গোসল শেষে জোহরের সালাত ও লাঞ্চ সেরে একটু রেস্ট নিয়ে বিকালে কেউ মার্কেটে কেউ আবার সৈকতে। সবাই যখন ফিরল তখন ইশার সময়, যথারিতি সালাত ও ডিনার শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা। কখন যে রাত শেষ হয়ে গেল আর আমরা ঢাকায় চলে **এলাম টেরই পেলামনা।**
শেষ কথাঃ বুদ্ধিমানরা ভ্রমণ করে আর বোকারা আমার মত ঘুরে বেড়ায় । তবে এমন একটা সফরের আয়োজন করার জন্য অধ্যক্ষ স্যারকে ধন্যবাদ।

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ
ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা

সাহিত্য নিয়ে যত কথা

নাজমা আক্তার, (প্রভাষক বাংলা)

ভূমিকাঃ সাহিত্য মানব মনের দর্পন স্বরূপ। সাহিত্যের জন্ম মানব জন্মের মত সন তারিখ দিয়ে নির্ণয় করা অসম্ভব। তেমনি বাংলা সাহিত্যও সন তারিখ হিসাব না করে নিদর্শন এর উপর তার জন্ম ও বিকাশ মূল্যায়ণ করতে হবে।

বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনঃ প্রাচীন যুগে তথা (৬৫০-১২০০) খ্রীঃ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ। মূলত এটি বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় গাথা হিসেবে রচিত হয়েছিল। প্রাচীন যুগের একটি মাত্র পুস্তক পাওয়া যায়, 'এর নাম আশ্চর্যচর্যাচয়'। এতে ২৪ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায় এবং ৫০টি চর্যাপদ বা ধর্মসংগীত ছিল এর মধ্যে ২৪,২৫ ও ৪৮ নং চর্যাপদের পাতা পাওয়া যায়নি। তাই ৪৭টি পদই বাংলা সাহিত্যের মূল দলিল বা নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান। চর্যাপদের ভাব ও ভাষায় আজও আমরা মোহিত হই।

"কাআ তরবর পাঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীত্র পৈঠো কাল।।"

সন্ধিযুগের (১২০০-১৩৫০ খ্রীঃ) কোন উল্লেখ যোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন আমরা পাই নি। তাই অনেক পন্ডিতগন একে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এই অন্ধকার যুগের পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে 'মধ্যযুগ' (১৩৫০-১৮০০খ্রীঃ) মধ্যযুগের প্রাচীনতম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্য। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের মধ্য দিয়ে সে যুগের চিরায়ত বাংলার পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়। বাংলার গ্রামীন পরিবেশের জীবনযাত্রা আমাদের গোচরীভূত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' ভাষা বাংলাভাষা নতুন রঙে রাঙিয়ে উঠে। যেমন-

"আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শব্দে আউলাইলো লো রন্ধন।"

এছাড়াও মধ্যযুগে 'মঙ্গলকাব্য', 'পৌরানিক কাহিনী কাব্য' প্রভৃতি সাহিত্যিক নিদর্শন আমরা পাই। এ যুগে ফারসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, উর্দু, হিন্দী শব্দ কিছু পরিমাণে বাংলাভাষায় প্রবেশ করেছে।

বাঙ্গালা ভাষার 'নব্যযুগ' বা 'আধুনিক যুগের'(১৮০০-বর্তমান) সূত্রপাত ঘটে ১৮০০ খ্রীঃ থেকে এ সময় ইংরেজ কর্মচারীদের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য 'ফোট উইলিয়াম কলেজ' স্থাপিত হয়। এই কালের পন্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বাংলা

গদ্যরীতির প্রবর্তন হয়। ১৮০০ খ্রীঃ পূর্বে পর্তুগীজ পাদ্রীরা বাংলায় গদ্যরীতি প্রবর্তনে ব্যর্থ হয়। বস্তুত: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকেই বাংলা গদ্য যাত্রা শুরু করে। এর আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন গদ্য সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। মূলত: ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় তাদের হাত ধরেই বাংলা গদ্য পথচলা শুরু করে মীর মশাররফ হোসেন, মাইকেল মধুসুধন দত্ত। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের হাত ধরে বিশ্বের দরবারে মজবুত ভিত গড়ে তোলে। ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রাচীন কাল ও এর পরবর্তী সময়কে আধুনিক কাল হিসেবে গন্য করা হয়। এই আধুনিক কালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাজী নজরুল ইসলাম জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের মাধ্যমে নতুন পথচলা শুরু করে।

সময়ের শক্তি

কাজী মশিউর রহমান (সহকারী শিক্ষক)

যখন পাখি জীবিত থাকে, তখন পিঁপড়েকে খায়
আর যখন পাখি মরে যায়, তখন পিঁপড়ে পাখিকে খায়
সময় আর পরিস্থিতি যে কোন সময় বদলাতে পারে
জীবনে কখনো কাউকে দুঃখী আর অপমানিত করবেন না
আজ হয়তো আপনি শক্তিশালী.. কিন্তু মনে রাখবেন..
সময় আপনার থেকে বেশি শক্তিশালী
এক বৃক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ দেশলাই কাঠি তৈরি হয়
কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৃক্ষকে জ্বালানোর জন্য
একটা দেশলাই কাঠিই যথেষ্ঠ
এই জন্য আসুন আমরা ভালো হই, ভালো করি।

সতর্ক হোন আইসিটির ব্যবহারে

রেনু আক্তার ,সহকারী শিক্ষিকা

একটি ঘটনাঃ

ঘটনাটি ঘটেছিল বেঙ্গালুর(ইন্ডিয়ার) একটি হাসপাতালে। চার বছরের একটি ছোট ফুটফুটে মেয়ে, তার পা ভাঙ্গার কারণে ঐ হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার পা টা এমনিতে অপারেশন করে হাড় সেট করার প্রয়োজন হলেও অপারেশনটি ছিল ছোট একটি অপারেশন। তবুও মেডিকেল সিস্টেম অনুযায়ী লাইফ সার্পোট এর মাধ্যমে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন ডাক্তাররা। অপারেশন যখন ঠিক মাঝপথে, তখনই হঠাৎ করে লাইফ সার্পোট সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় । সেই ফুটফুটে সুন্দর, নিরাপরাধ মেয়েটি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আসলে তার কোন লাইফ রিক্স ছিলনা। সে এসেছিল সামান্য ভাঙ্গা পা জোড়া লাগাতে।

মৃত্যুর কারণঃ কেউ একজন ঠিক অপারেশন থিয়েটারের বাইরে তার মোবাইল ফোন অপারেশন চলাকালীন ব্যবহার করে। ফলে মোবাইল ফোনের ফ্রিকোয়েন্সি, লাইফ সার্পোট সিস্টেম এর উপর প্রভাব ফেলে এবং সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায় যার মূল্য দিতে হয় ঐ সুন্দর, নিরাপরাধ, ফুটফুটে বাচ্ছা মেয়েটিকে। ব্যাপারটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গোচরে আসার পর তারা অনেক চেষ্টা করেও ঐ ব্যক্তিকে ধরতে পারেনি।

*আসুন! টেকনোলজিকে মানব সভ্যতার উন্নয়নে ব্যবহার করি, ধ্বংসে নয়। হাসপাতালে বা যে সব জায়গায় হ্যান্ডসেট বা মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ, সেখানে মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকি। আপনি হয়তো আইনের হাত থেকে ছাড় পেয়ে যাবেন, কিন্তু নিজের অজান্তেই আপনি কারো বিড়ম্বনা, কষ্ট, দুঃখ, দুর্ঘটনা কিংবা মৃত্যুর কারণ হয়ে যেতে পারেন। তাই এ ব্যাপারে সাবধান বা সতর্ক হোন। সবাইকে এ ব্যাপারে অবহিত করুন এবং টেকনোলজির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করুন।

মোবাইল বিষয়ক আরো কিছু সতর্কতাঃ

*মোবাইল সব সময় বাম কানে ধরুন।

*ডায়ালের পর রিসিভ হওয়ার আগ পর্যন্ত কানে ধরার প্রয়োজন নেই।

*গোপণীয়তার সমস্যা না থাকলে কানে না ধরে লাউড স্পীকার ব্যবহার করুন।

*ব্যাটারী চার্জ এক দাগ দেখালে, লো সিগনাল দিলে কিংবা চার্জ চলাকালে মোবাইলে কথা বলবেন না । কারন, এ সময় রেডিয়েশন ১০০০ গুণ বেড়ে যায়।

*মোবাইল কানের কাছে ধরলে ব্রেনের কোষে আঘাত করে এবং মেরে ফেলতে পারে প্রতি সেকেন্ডে ৩টি সেল বা কোষ, বুক পকেটে রাখলে হার্ট দুর্বল করে

এবং হিপ পকেটে রাখলে নষ্ট করে দিতে পারে আপনার মূল্যবান কিডনীটা। (সাধু সাবধান!) সুতরাং মোবাইল কোথায় রাখবেন ভেবে দেখুন।

*যতটুকুন সম্ভব হেড ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন কারণ প্রতি মিনিটে ৩০,০০০ ভাইরাস এরই মাধ্যমে কানের ভিতর দিয়ে মস্তিস্কে প্রবেশ করতে পারে।

* যে কোন প্রকার পরীক্ষাই হোক হলে মোবাইল বহন করা সম্পূর্ন ভাবে নিষিদ্ধ।

*রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইল ফোন বালিশের নীচে রাখার কোন দরকার নেই বরং শরীর থেকে কমপক্ষে ৭ফুট দূরে রাখুন।

*মসজিদে, হাসপাতালে, কোন অফিসে কিংবা কোন প্রোগ্রামে প্রবেশের পূর্বে আপনার মোবাইল ফোনটি বন্ধ/সাইলেন্ট করে নিন।

*মোবাইলের রিং টোন হিসাবে অশোভন গান বাজনা, উচ্চ ভলিওমের আওয়াজ এবং কুরআন তিলাওয়াত সেট করা থেকে বিরত থাকুন।

*মোবাইল ব্যবহারের পর হাত না ধুয়ে খাবার খাবেন না।

*দৈনিক ৩ ঘন্টার বেশী মোবাইল, টেলিভিশন কিংবা যে কোন ডিজিটাল ডিভাইসের পর্দায় ব্যস্ত থাকলে মধ্য বয়সে বোধশক্তি মারাত্নক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা তৈরী হয়।

* হাদীস পড়ি জীবন গড়ি,
নবীর সুন্নাত মেনে চলি।

حسن الخلق

محمد وجيه الحق (المحاضر العربى)

الخلق جمعه الاخلاق- معناه في اللغة "العادة والفطرة"- وفي الاصطلاح هو العادة التى تحث الناس على الاعمال الفاضلة او الافعال المذ مومة- الخلق هوقسمان : الخلق الحسن والخلق القبيح-

حسن الخلق:هوالذى يشتمل فى الحياء والصبر والحلم والكرم والجود والفضل والشجاعة والتوكل والعفو وايفاء الوعد والاحسان والاخلاص والشكرواداء الفرائض والواجبات والاجتناب عن المنكرات والمهلكات والمنهيات والشرور والسيئات-

من المعلوم ان حسن الخلق اهمية كبرى فى حياة الانسان- وبه يميز بين الشريف والشرير- كما قال على رضى الله تعالى عنه "الخلق ميزان التفاضل بين الناس"

وهو يجعل الانسان محمودا ومحبوبا عندالله وعند جميع الناس – كما قال النبى الكريم والرسول الامين صلي الله عليه وسلم " ان من خيا ركم احسنكم اخلاقا "هويكمل الايمان كما قال عليه الصلوة والسلام"اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا"

حسن القبيح: هو ضد من حسن الخلق – اي هو يشتمل فى الكذب و الخدع والظلم والكفر والنفاق والغيظ والاعما ل السيئة والافعال القبيحة – لهذا يجرى فى الد نيا الظلم و الفساد و يسفك الدماء كل وقت ليلا و نهارا-

مهما يكن من شئ-ان حسن الخلق اى مكارم الاخلاق او الاخلاق الكريمة مهمة فى حياة الانسان والمسلمين- لهاذا قال النبي ﷺ"تخلقوا باخلاق الله تعالي"وقال الحنان المنان في تنزيل الفرقان في شان النبي المكرم "انك لعلى خلق عظيم" لهذ قال النبي ﷺ"بعثت لاتم مكارم الاخلاق"-

قول الحاصل:ان حسن الخلق وصف من اوصاف الرسول واوصاف الصالحين-والله امرنابذالك- فعلينا ان نتصف بوصف الاخلاق الحسنة ونجتنب من الاخلاق السيئة- وما توفيقى الا با الله-

The Importance Of madrasah Education

Samsul Alom

As we know, madrasahs are one of Islamic societies' oldest education-teaching institutions. Before madrasahs, education and teaching activities in the Islamic world were carried out in places of such varying names and characters as masjids, mosques, scholars' homes, palaces and bookshops. Since mosques and masjids in particular were used for instruction in the essentials of religion, they were also employed for education and teaching purposes.

According to Islamic history, following the first revelation to our Prophet (saas), the first Muslims who converted to Islam secretly assembled in the house of al-Arqam, one of the companions of the Prophet, where they were instructed and taught by our Prophet (saas). It is said that this is how the school and madrasah were born in Islam. The Dar-al-Arqam (House of Arqam), known as the first madrasah in Islam, is still preserved in memory of those days. With the founding of the Islamic State in Medina by our Prophet (saas) following the Hegira, the Masjid Nabawi constructed there became a centre of Islamic education and teaching. Muslims would gather there, study the Qur'an and Islam and improve themselves. The gradual increase in need caused our Prophet (saas) to found other education centres in different parts of the city. Madrasah education continued in the same way during the period of the four caliphs.

Not only religious knowledge was taught in the madrasahs; sciences of the time, such as astronomy, mathematics, geometry and medicine were also given an important place.

Later still, courses in Western languages, Persian, history, geography, astronomy, mechanics, trigonometry, chemistry, painting, physical training, hygiene, social sciences, philosophy, economics and finance were added to the curriculum. These institutions continued to be known as "medreses" during the time of the Turks.

The Nizamiyah madrasahs opened by Sultan Alparslan's vizier Nizam al-Mulk during the Great Seljuk Empire and named after him are very well known. Following this new line adopted by the Seljuk Empire, there was a rush to open madrasahs just about everywhere in the Islamic world. In the 13th and 14th centuries, centres such as Cairo, Damascus, Basra and Bukhara, and particularly the Transoxania region, became the most important powers in the development of Ottoman institutions of learning under the influence of the madrasahs they possessed. Their instruction was very definitely one of the major factors in the success of the Ottoman Empire, one of the greatest empires in the world and which survived for six centuries.

Recite: In the Name of your Lord Who created; created man from clots of blood. Recite: And your Lord is the Most Generous, He Who taught by the pen, taught man what he did not know. (Qur'an,96:1-5)

A Muslim needs to know the Qur'an in order to correctly understand and interpret the world, human beings, natural events and every thing in the universe. Knowing for what purpose Allah created the universe, human beings and all other living things is of the greatest importance from the point of view of appreciating Him properly. Engaging in activities based solely on artificial knowledge, without a knowledge of the Qur'an and without considering the hidden

aspects of events, cannot lead to productive results. In the Qur'an, Allah summons humanity to investigate and reflect upon the heavens, the earth, mountains, stars, plants, seeds, animals, the alternation of the night and the day, the creation of man, the rain and many other created things. Examining these, man comes to recognize the artistry of Allah's creation in the world around him, and ultimately, to know our Creator, Who created the entire universe and everything in it from nothing.

"Science" offers a method by which the universe, and all the beings therein, may be examined to discover the artistry in Allah's creation, thereby communicating it to mankind. Religion, therefore, encourages science, adopting it as a tool by which to study the subtleties of Allah's creation.

Religion not only encourages scientific study, but also permits that, supported by the truths revealed through religion, scientific research be conclusive and expeditious. The reason being, that religion is the only source to provide accurate and definitive answers as to how life and the universe came into being. As such, if initiated upon a proper foundation, research will reveal the truths regarding the origin of the universe and the organization of life, in the shortest time, and with minimum effort and energy. Science can only achieve true results if it adopts the aim of studying the infinite might of Allah and the proofs of creation in the universe, and if it pursues its activities solely in that light. Only if science is properly directed, if it is kept on a correct course in other words, can it become a vehicle whereby mankind achieves useful information and progress. As stated by Albert Einstein, considered one of the greatest scientists

of the 20th century, "science without religion is lame", which is to say, that science, unguided by religion, cannot proceed correctly, but rather, wastes much time in achieving certain results, and worse, is often inconclusive.

In the event that the purpose behind the creation of man, the transitory nature of this world, the fact that what matters is the life of the hereafter, death, the certain existence of destiny and the hereafter, the fact that every individual will have to account for his deeds, and the existence of heaven and hell are all fully known, then this will shape the individual's way of looking at events, his way of living and his reactions to the events he encounters. If these truths are not known, then even if a person receives the very best education in the very best schools and/or participates in academic studies at the very highest level, that education will still not be enough. That is because the important thing is for the individual to have a lifestyle and moral values which are pleasing to Allah.
This world is very transitory and is created as a place of testing. The individual is tested here, and will receive a recompense in the hereafter based on the moral values and behaviour he displayed in the life of this world. This is an unavoidable fact for all people. For that reason, as well as receiving a modern scientific education the individual should also be immersed in religious matters. That is because someone who has adopted the moral values of the Qur'an and comprehended the religion will use this knowledge and technology he has learnt in the manner most pleasing to Allah, and thus for the benefit of mankind.

This world is very transitory and is created as a place of

testing. The individual is tested here, and will receive a recompense in the hereafter based on the moral values and behaviour he displayed in the life of this world. This is an unavoidable fact for all people. For that reason, as well as receiving a modern scientific education the individual should also be immersed in religious matters. That is because someone who has adopted the moral values of the Qur'an and comprehended the religion will use this knowledge and technology he has learnt in the manner most pleasing to Allah, and thus for the benefit of mankind.
Only those of His servants with knowledge have fear of Allah. Allah is Almighty, Ever-Forgiving. (Qur'an, 35:28)
Religious instruction imparted from an early age will enable that individual to have a strong character and to have pleasing moral values and a healthy way of looking at the world.

উল্টে দিতে যুগ যামানা চাইনা অনেক জন
এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ।

BENEFITS OF ICT FOR STUDENTS, TEACHERS & INSTITUTE

Md. S. Alam, Lecturer (Chemistry)

Introduction: Information Communication and Technology (ICT) is most essential for all sides of Bangladesh. It is a wonder of modern science. It has an excellent benefit not only in Bangladesh but also in the whole world. Modern age is the age of science. In this age it is most important for communication. Though in our country the use of the ICT is poor, the benefits of ICT are more to our students, teachers and any Institution.

These are:

Institution' benefit: Every Institution has own details and data. But the staffs of Institution has to be busy to transfer modify, and to save these activities ICT can do these activities within a short time. So the benefit of ICT is highly necessary in every institution.

Teacher's benefit: Teacher is the root of creative learning education. He is like a driver of all learning compound. His thinking, dream, action, attitude are teaching methods. When students follow these techniques through digital contents he must learn it easily. Besides when a teachers shows his performance through ICT in this best way, student understands it perfectly. There is no possibility to learn any method without ICT. Computer use during lessons motivated students to continue using learning outside school hours. Access to up-to-date pupil and school data, any time and any where. Enhancement of professional image projected to colleagues. So the benefit of ICT for teacher is so much essential.

Student's benefit: Students are the elements of learning sector. When student does not understand their lesson, they do not get any interest in education. They need clear concept in any subject. They need fixed lesson, data, picture, theory note, video ect. They can not apply this exactly. But they want to learn properly. They have not enough document of this function. ICT has given them all of sides of education through ICT we can see Oxford Library's book. We can solve any problem by ICT even in rural area. Moreover rural school's students can solve their problem by using ICT. They can collect all kinds of data, video, picture etc by ICT. . Development of writing skills (including spelling, grammar, punctuation, editing and re-drafting), also fluency, originality and elaboration. Development of higher level learning styles. ICT enables any students to draft or redraft their work until they are satisfied with it. So the necessary of ICT is very much to our students.

□ ICT enables pupils to experiment with changing aspects of a model, which may be difficult or even impossible for them to do otherwise. For example, pupils of Business Studies and Economics can see what might happen to the economy if interest rates were raised or lowered. Pupils can use webcams to capture the development of an egg or a plant.

□ ICT enables pupils to draft or redraft their work until they are satisfied with it.

□ Another reason to use ICT in lessons is because it can help to implement personalised learning.

□ Pupils usually enjoy using computers and other types of technology, so lessons which make use of it start off with an advantage (which is all too often squandered).

 Educational technology puts the pupil in control (if it is well-designed), enabling her to personalise the interface, select and create resources, and even choose what to learn.
 Just about every aspect of modern life involves educational technology; therefore, to not make use of it in the curriculum is anachronistic.
 Because educational technology pervades all aspects of modern society, schools have a duty of care to ensure that pupils understand issues such as keeping safe online, protecting their identity, recognising good and misleading information sources on the internet, the effects of educational technology on communications and the economy, to name but a few issues.
The use of ICT make the learners more involved and increase effectiveness of learning.. ICT also helps students to reflect on what and how they have learnt. It is seen as increasing pupils' confidence and motivation by making school work more enjoyable, considered as fun and not as regular education. In other words, pupils' attitudes and involvement in the learning
activities change.students assume greater responsibility for their own learning when they use ICT, They work more independently and effectively: It increase teachers' efficiency in planning and preparation of work due to a more collaborative approach between teachers and the can use ICT to plan lessons more efficiently and more effectively. It helps them to manage data about learners' performances.

Finding out

Students can use ICT to find out information and to gain new knowledge in several ways. They may find information on the Internet or by using an ICT-based encyclopedia such as Microsoft Encarta. They may find information by extracting

it from a document prepared by the teacher and made available to them via ICT, such as document created using Microsoft Word or a Microsoft PowerPoint slideshow. They may find out information by communicating with people elsewhere using email, such as students in a different school or even in a different country.

Processing knowledge

Students can use ICT as part of a creative process where they have to consider more carefully the information which they have about a given subject. They may need to carry out calculations (eg. by using Microsoft Excel), or to check grammar and spelling in a piece of writing (perhaps using Microsoft Word), or they may need to re-sequence a series of events (for example by re-ordering a series of Microsoft PowerPoint slides).

Sharing knowledge

Students can use ICT to present their work in a highly professional format. They can create documents and slideshows to demonstrate what they have learned, and then share this with other students, with their teacher, and even via email with people all around the world.

Benefits for teachers

- ICT facilitates sharing of resources, expertise and advice
- Greater flexibility in when and where tasks are carried out
- Gains in ICT literacy skills, confidence and enthusiasm.
- Easier planning and preparation of lessons and designing materials
- Access to up-to-date pupil and school data, any time and anywhere.

Enhancement of professional image projected to colleagues.
 Students are generally more ‘on task’ and express more positive feelings when they use computers than when they are given other tasks to do.
 Computer use during lessons motivated students to continue using learning outside school hours.

Benefits for students
 Higher quality lessons through greater collaboration between teachers in planning and preparing resources .
 More focused teaching, tailored to students’ strengths and weaknesses, through better analysis of attainment data
 Improved pastoral care and behavior management through better tracking of students
 Gains in understanding and analytical skills, including improvements in reading
 Comprehension.
 Development of writing skills (including spelling, grammar, punctuation, editing and re-drafting), also fluency, originality and elaboration.
 Encouragement of independent and active learning, and self-responsibility for learning.
 Flexibility of ‘anytime, anywhere’ access (Jacobsen and Kremer, 2000)
 Development of higher level learning styles.
 Students who used educational technology in school felt more successful in school, were more motivated to learn and have increased self-confidence and self-esteem
 Students found learning in a technology-enhanced setting more stimulating and student-centered than in a traditional classroom

 Broadband technology supports the reliable and uninterrupted downloading of web-hosted educational multimedia resources

Opportunities to address their work to an external audience

 Opportunities to collaborate on assignments with people outside or inside school

Benefits for parents

 Easier communication with teachers

 Higher quality student reports – more legible, more detailed, better presented

 Greater access to more accurate attendance and attainment information

 Increased involvement in education for parents and, in some cases, improved self-esteem

Increased knowledge of children's learning and capabilities, owing to increase in learning activity being situated in the home

 Parents are more likely to be engaged in the school community

 You will see that ICT can have a positive impact across a very wide range of aspects of school life.

ICT and Raising Standards

Recent research also points to ICT as a significant contributory factor in the raising of standards of achievement in schools.

- Schools judged by the school inspectors to have very good ICT resources achieved better results than schools with poor ICT.

- Schools that made good use of ICT within a subject tended to have better achievement in that subject than other schools.
- Socio-economic circumstances and prior performance of pupils were not found to be critical.
- Secondary schools with very good ICT resources achieved, on average, better results in English, Mathematics and Science than those with poor ICT resources.

A range of research indicates the potential of ICT to support improvements in aspects of
literacy, numeracy and science.

- Improved writing skills: grammar, presentation, spelling, word recognition and volume of work .
- Age-gains in mental calculations and enhanced number skills, for example the use of decimals .
- Better data handling skills and increased ability to read, interpret and sketch graphs Improvements in conceptual understanding of Mathematics (particularly problem solving) and Science (particularly through use of sim

আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ও আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

মাওঃ মোহাম্মদ আতীকুর রহমান নোমানী (ইবি প্রধান)

আলহামদু লি আহলিহী ওয়াছ ছালাতু ওয়াছ সালামু লি আহলিহা ওয়া বা'দ। توكل (তায়াক্কুল) সম্পর্কে মহান আল্লাহর অসংখ্য বাণী বিদ্যমান রয়েছে। মূলত: একজন মানুষ তথা একজন মুমিন ব্যক্তির জীবনে স্রষ্টার উপর توكل তথা ভরসা করা অপরিহার্য বা ফরজ। কারণ توكل এর মাধ্যমে অদৃশ্য স্রষ্টার প্রতি ঈমান বেড়ে যায় তথা ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অপরদিকে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ব্যতীত বান্দা এক মুহুর্তের জন্য ও চলতে অক্ষম এবং কখনো কখনো ঈমান থেকে বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে খুব বেশী। এখন আমরা কালামে হাকীম থেকে توكل সম্পর্কে কিছু মূল্যবান আয়াতকে উদ্ধৃতি হিসেবে পেশ করার প্রয়াস পাব।

সুরা আহযাবের ৪৮ নং আয়াতের মহান প্রতিপালক বলেন -

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا

"তোমরা আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা কর। কেননা অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট"

সুরা ত্বালাক এর ৩নং আয়াতে রয়েছে ومن يتوكل على الله فهو حسبه

" যে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট"।

সুরা আলে ইমরানের ১৫নং আয়াতে বলা হয়েছে

فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين-

"(হে নবী) যখন তুমি কোনো কর্ম করার ইচ্ছা করবে (দৃঢ়ভাবে) তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর ভরসাকারীকে ভালোবাসেন"।

যে মুমিন আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করতে ইচ্ছুক তার জন্য توكل অত্যাবশ্যক। বিশেষত রিজিক বা খাদ্যের স্বচ্ছলতার জন্য توكل অপরিহার্য। কেননা প্রায়ই দেখা যায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর পথের অধিকাংশ পথিকদের রেখেছেন দরিদ্রতার কষ্টের মধ্যে। রেখেছেন রাতভর অনিদ্রায় এবং দিনভর অভাব অনটনে। অনেক আল্লাহ প্রেমিক বিভিন্ন লাঞ্ছনা সকাতরে গ্রহণ করেন। আর এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো রিজিকের মালিক আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা। একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। توكل এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হলো তিনটি। যথা–

১. আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক দোয়া করা।

২. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য করা।

৩. নিজকে সদা সংশোধন করার মনোভাব রাখা।

রাসূল (সঃ) এর প্রতি توكل এর নির্দেশঃ-

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নয়টি আয়াতে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে তাওয়াক্কুল গ্রহণ করার আদেশ দান করেন। এর মধ্যে প্রথম চারটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। আর পরবর্তী আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হলো-

ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه (سورة هود)

অর্থ- আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালারই এবং তারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যাবর্তীত হবে। সুতরাং আপনি তাঁর ইবাদত করুন এবং তাঁর ওপর ভরসা করুন।

وتوكل على الحى الذى لا يموت و سبح بحمده (سورة فرقان ৫৮)

অর্থ- আপনি নির্ভর করুন তাঁর ওপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মৃত্যু বরণ করবেন না এবং তাঁর সুপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

وتوكل على العزيز الرحيم- الذى يراك حين تقوم- وتقلبك فى الساجدين- انه هو السميع العليم (سورة شعرى)

অর্থ- আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার ওপর। যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন এবং দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠা-বসা করতে। তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।

فتوكل على الله انك على الحق المبين (سورة نمل)

অর্থ- অতএব, আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করুন। আপনি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى الامر فاذاعزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين (سورة ال عمران)

অর্থ- সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতএব আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর উপর ভরসা করবেন। যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন।

ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا-
(سورة النساء)

فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم- (سورة التوبة)

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) এর প্রতি যে সব توكل এর নির্দেশ রয়েছে এর উদ্দেশ্য তাঁর উম্মতকে توكل এর নির্দেশ প্রদান করা।

توكل এর উৎসঃ

হৃদয়ের কর্ম হোক কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম হোক সব কর্মেরই উৎস ও সহায়ক বিষয় থাকে। এমনিভাবে তাওয়াক্কুলের ও অনেক উৎস ও সহায়ক বিষয় রয়েছে। নিম্নে তার চারটি আলোচনা করা হলো।

১. আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর গুণবাচক নাম দ্বারা চেনা।
২. আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস রাখা।
৩. মানুষ স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করা।
৪. তায়াক্কুলের তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

এসব গুণে যে গুণান্বিত হবে তারই তায়াক্কুল হবে সমৃদ্ধশালী ও দৃঢ় দূর্গতুল্য। যা দ্বারা সে কুফর, শিরক, জুলুম ও হিংসা বিদ্বেষ থেকে নিরাপদ থাকবে। নিরাপদ থাকবে সে নানা প্রকার ফেতনা -ফাসাদ থেকে। সে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য লাভে ধন্য হবে। সে কখনো পরাস্ত হবে না। সে আল্লাহর মারফাতে ধন্য হবে। সে কখনো ও কারও মুখাপেক্ষী হবে না। যেমন- স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذاالذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون-

অর্থৎ- আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হওয়ার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে লাঞ্চিত করলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মুমিনগনের আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করাই উচিত।

এ পর্যায়ে আমরা تعلق مع الله (আল্লাহ তায়ালার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) এ বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করবো; ইনশাআল্লাহ।

যাতে বুঝতে পারা যায় যে, تعلق ব্যতীত বান্দার عبادةএর কোনো মূল্য নেই। মানুষ اشرف المخلوقات। মানুষের খেদমতের জন্যই সমস্ত مخلوق এর সৃষ্টি। আর انسان এর সৃষ্টি হলো- আল্লাহর ইবাদতের জন্য। আর মানুষের দু-জাহানের শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে একমাত্র আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখার উপর। আর ইহাকে

বলা হয় تعلق مع الله অর্থ- আল্লাহ তায়ালার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। একটি আমের মুকুল যতক্ষণ পর্যন্ত আম গাছের সাথে সম্পর্ক রাখবে, ততক্ষণ সেটা তর-তাজা থাকবে। দিন দিন পরিপক্ষ হবে ও নির্দিষ্ট সময়ের পরে পাকবে। মানুষের কাছে লোভনীয় হবে, উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি হবে। কিন্তু সেটা যদি বোঁটা থেকে ঝরে যায়, গাছ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। তাহলে সেটা পদদলিত হবে। তেমনি تعلق مع الله মানুষকে দুনিয়াতে ও সম্মানিত করে; জীবনকে শান্তিময় করে, আখিরাতেও তারা চিরস্থায়ী শান্তি, সম্মান ও সফলতা লাভ করবে। تعلق مع الله হাসিল হয়ে গেলে মানুষ আল্লাহর একান্ত আপন হয়ে যায়।

تعلق مع الله অর্জনের উপায় কী?

تعلق مع الله অর্জনের একমাত্র উপায় হলো, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর অনুসরণ করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله و يغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم-

(সুরা আলে ইমরান, আয়াত -৩১)

(হে নবী! (সঃ)) বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস। তাহলে আমাকে অনুসরণ কর যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ সাহাবায়ে কিরামগণ যেভাবে করেছেন, আমাদেরকে সেভাবেই করতে হবে। তাদের ঈমানের পূর্ণতা তাদেরকে আল্লাহ পাকের সমস্ত হুকুম মানতে, প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ পথ ছাড়া আমরা যদি ভিন্ন পথ অনুসরণ করি, তাহলে কখনোই تعلق مع الله অর্জিত হবে না। আল্লাহর সাথে মানুষের মহব্বত হয়ে গেলে অদুনিয়াবী জিনিসের সাহায্য ছাড়াই শুধু সালাত দ্বারাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। খানা নেই, সালাত দ্বারা খানার ব্যবস্থা করতে পারবে। সন্তান অসুস্থ, সালাত দ্বারাই রোগ দূর হবে। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী 'যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তায়ালা ও তার হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার সাথে যখন কারো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়ে যায়, তখন সে
আল্লাহ তায়ালার কাছে যা চায় তাই পায়, যা থেকে পানাহ চায় আল্লাহপাক তা থেকে পানাহ দেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহপাক তার সাথী হয়ে যান।

এ সম্পর্ক কোন ব্যক্তি বা জামানার সাথে সম্পর্কিত নয়। যে কোনো যুগের যে কোনো মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পাত্র হতে পারেন। অথচ আমরা মনে করি, সাহাবায়ে

কেরামের সময় তারা সালাত আদায় করে সমস্যার সমাধান করেছেন। কিন্তু আমরা অনেক পরের উম্মত, আমাদের দ্বারা কী তা সম্ভব? অনেক সময়

আমরা কয়েক রাকাত সালাত আদায় করি সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু দু-চার রাকাত সালাত আদায় করেই ক্ষান্ত হয়ে যাই। শয়তান এই বলে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় যে, তোর দ্বারা হবে না, তুই গোনাহগার বান্দা তোর সমস্যা সমাধানের জন্য মাখলুকের সাহায্য লাগবে। তখন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আমরা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া ছেড়ে দেই। এটা আমাদের মস্ত বড় ভুল। রাসূল (সঃ) এর ঘরে খানা নেই তিনি সালাত আদায় করলেন। খানার ব্যবস্থা হয়ে গেল। হাদীস শরীফে এসেছে, নামাজী ব্যাক্তি আল্লাহ তায়ালার দরজায় করাঘাত করতে থাকে, যে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে, তার জন্য দরজা খোলাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা সালাত আদায়ে লেগে থাকলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিবেন।

আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান, তিনি مخلوق এর সাহায্য ব্যতীত যে কোনো কাজ করতে পারেন। কিন্তু مخلوق কোনো কিছু করতে হলে আল্লাহর মর্জির মুখাপেক্ষী। এই পরম সত্য কথার উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে।

পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবুতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

من كان يرجوا لقاء الله فأن اجل الله لات- وهو السميع العليم- ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغنى عن العلمين- والذين امنوا وعملواالصالحات لنكفرن عنهم سياتهم ولنجزينهم احسن الذى كانوا يعملون-

অর্থ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, বস্তুত (সে যেন বিপদাপদে পেরেশান না হয়। কেননা) আল্লাহ তায়ালার সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই সমাগত হবে এবং আল্লাহ তায়ালা সব শোনেন, সব জানেন। আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে সে নিজেরই (নিজের) জন্য পরিশ্রম করে থাকে, সমস্ত বিশ্ববাসীদের মধ্যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। আর যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আমি তাদের হতে তাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দিব এবং আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহের উৎকৃষ্টতর বিনিময় প্রদান করব। অর্থাৎ মুজাহাদাকারীর জন্য পথ খুলে দিবেন। তার تعلق مع الله অর্জিত হবে। আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কের পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে تعلق ও তাদের নেক সোহবত এখতিয়ার করা ও অতীব জরুরী। যারা কামিল শাইখের ইজাজত প্রাপ্ত হয়ে سلوق তথা আত্ম শুদ্ধির লাইনে মেহনত করে গুনাহ থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকবে এবং দ্বীনের উপর ও রাসূল

(সঃ) সুন্নত সমূহ পুরোপুরি আমল করে (তারাই আল্লাহ ওয়ালা) আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি করে কখনো কেউ আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা হতে পারে না। প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য তার ফরমাবরদারী করা একান্ত জরুরী। আর উল্লেখিত পন্থায় আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারীর মাধ্যমেই আমরা হাসিল করতে পারব تعلق مع الله বা আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

وما توفيقى الا بالله

এমন জীবন তুমি করিবে গঠন
মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

আব্দুল আলীম, আলিম পরিক্ষার্থী ২০১৬

মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ইবাদতের আদি পূণ্যস্থান মক্কার কাবাগৃহ। চিরপ্রসিদ্ধ এ প্রতিষ্ঠানের নাম বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর। এ গৃহটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে বিশ্বের তাওহীদ বিশ্বাসীদের সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ রূপে পরিগনিত হয়ে আসছিল। অন্ধ কুসংস্কারের মোহে পড়ে কুরাইশরা এ পবিত্র গৃহে বহু দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করেছিল। মনে মনে তারা একথা বিশ্বাস করতো সত্যিই এটা আল্লাহর ঘর এবং এটার রক্ষক স্বয়ং তিনি। কাবার স্থাপনা পাশ্ববর্তী পাহাড়ের তুলনায় নিম্নভূমিতে অবস্থিত থাকায় বর্ষার পানির স্রোত প্রবল বেগে তার মধ্যে প্রবেশ করতো বিধায় এটি প্রায়ই সংস্কার করা হতো। কিন্তু প্রবল স্রোতের বেগে তা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এ জন্য কাবা গৃহ নতুন করে নির্মাণ করার সংকল্প আগে থেকেই কুরাইশ প্রধানদের মনে স্থান লাভ করেছিল এ সময় আর একটি দুর্ঘটনার ফলে এ সংকল্প দৃঢ় হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে সুমহান এ স্থাপনাটি ছাদবিশিষ্ট গৃহাকার নির্মিত হয়নি, চারদিকে প্রাচীর দিয়ে এর সুনির্দিষ্ট ভিত্তি বেষ্টন করে রাখা হয়েছিল মাত্র। একদিন একলোক প্রাচীর টপকে কাবাগৃহে প্রবেশ করে বহু মূল্যবান জিনিপত্র চুরি করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর ছাদ নির্মানের সংকল্প দায়িত্বশীলদের মনে স্থান লাভ করে। এ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে একটি কূপ ছিল। পুজায় নিবেদিত জিনিস তাতে নিক্ষেপ করা হতো। এ আবর্জনা রাশি পচে কূপটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। কিছুদিন পরে কোথা থেকে একটি সাপ এসে কূপে অবস্থান করতে থাকে। মাঝে মাঝে সাপটিকে প্রাচীরের উপরও দেখা যেত। এতে স্থানীয় লোকজন মনে বিশেষ ত্রাসের সৃষ্টি হয়। একদিন সাপটি প্রাচীরের ওপর ছিল, এমন সময় একটি বাজপাখি ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে যায়। এতে সকলে মনে করল, তারা যে কাবা সংস্কারের সংকল্প করেছে সেই পূণ্যফলে দেবতা সদয় হয়েছেন এবং বাজপাখিকে পাঠিয়ে তাদের সর্পভীতি থেকে নিস্কৃতি দিয়েছেন। কুরাইশের সকল গোত্র একত্র হয়ে নতুন করে কাবা গৃহ নির্মাণ করতে দৃঢ় সংকল্প হয়। এ সময় জেদ্দা বন্দরের কাছে সমুদ্র উপকূলে ঝড়ের কবলে পড়ে গ্রিকদের একটি জাহাজ ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। কুরাইশের লোকরা এ সংবাদ জানতে পেরে অলিদসহ কতিপয় লোককে জাহাজের কাঠ সংগ্রহে জেদ্দায় প্রেরণ করেন। অলিদ ও তার সঙ্গীরা জেদ্দায় পৌছে জাহাজের অনেকগুলো তক্তা কিনে আনেন। এ তক্তা ছাদ নির্মানের কাজে প্রয়োজন ছিল।

কুরাইশ বংশের সকল গোত্রের লোকজন একত্রে মিলে মিশে কাবা গৃহের নির্মাকার্য সমাপ্ত করে, কিন্তু হাজারে আসওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন করবে তা নিয়ে মহা বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। প্রস্তরখানি স্থাপনের সাথে সামাজিক মর্যাদা ও বংশগত প্রাধান্যের সম্পর্ক ছিল। প্রত্যেক গোত্রের লোকই দাবি করতে লাগল, আমরাই প্রস্তর স্থাপনের একমাত্র অধিকারী। প্রথমে বচসা তারপর তুমুল দ্বন্ধ কোলাহল আরম্ভ হয়। এ কোন্দল-কোলাহলে চার দিন কেটে গেলো, কিন্তু মীমাংসার কোনো লক্ষনই দেখা গেলনা।তখন চিরাচরিত প্রথানুসারে সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। যুদ্ধ যখন একেবারে অনিবার্য সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় , তখন জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে আহবান করে বললেন, স্থির হও, শান্ত হও, আমার কথা শোনো। বৃদ্ধের গভীর মর্মবেদনাপূর্ণ গম্ভীর আহবানে সকলে ফিরে দাঁড়াল। তখন তিনি সকলকে বুঝিয়ে বললেন, এ শুভকর্ম সমাধানের পর তোমরা অশুভের সুত্রপাত করোনা। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, যে ব্যক্তি আগামীকাল ভোরে সর্বপ্রথম কাবাঘরে প্রবেশ করবে তার ওপরই এ বিবাদ ফয়সালার ভার অর্পণ করা যাক। সে যে সিদ্ধান্ত করবে তাই আমরা মেনে নেব। বৃদ্ধের এ সমীচীন প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হয়। পরের দিন প্রথম আগন্তুকের আগমন প্রতীক্ষায় সকলে উদগ্রীব হয়ে রইল। প্রত্যেকের মনে কত চিন্তা। কে আসে যে আসবে সে কেমন লোক হবে কোন পক্ষে সে রায় দেবে। তার সিদ্ধান্ত যদি সকলের মনঃপূত না হয় তখন কী ঘটবে ইত্যাদি নানা চিন্তা প্রত্যেকের মনে দোলা দিতে লাগল। এ উদ্বেগে তারা পলকহীন নেত্রে কাবাগৃহের দ্বারের দিকে তাকিয়ে ছিল। পরদিন ভোরে দেখা গেল, মুহাম্মদ (সঃ) সকলের আগে কাবা ঘরে প্রবেশ করছেন। তখন সম্মিলিত কণ্ঠে আনন্দের রোল ওঠে এই তো আমাদের আলামীন। আমরা সকলে তার মীমাংসায় সম্মত। রাসূল(সঃ) তাদের মুখে সব ব্যাপার অবগত হয়ে বললেন, যে সকল গোত্র এ মর্যাদাপূর্ণ কাজে অংশীদার হওয়ার দাবি করেছেন তাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করুন। এরপর তিনি একখানা চাদর বিছিয়ে নিজে প্রস্তরখানা তার মধ্যস্থলে স্থাপন করেন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বললেন, এবার আপনারা প্রত্যেকেই এ চাদরের এক এক প্রান্ত ধরে পাথরখানা যথাস্থানে নিয়ে চলুন সকলেই রাসূলের অনুসরণ করলেন। যথাস্থানে উপনীত হয়ে মুহাম্মদ (সঃ) পুনরায় পাথরখানা নিজ হাতে তুলে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করেন এভাবে বিবাদমান গোত্রগুলোর মধ্যে এক বিরাট জটিল বিষয়ের শান্তিময় ফয়সালা হয়ে গেল।

সততা আর হতাশ কখনো এক হতে পারে না

হাফিয মাসুম বিল্লাহ (প্রাক্তন ছাত্র)

আপনি যদি কোন কাজে সফল হতে না পেরে হতাশ হন তাহলে প্রথমেই খুঁজে দেখুন সেই কাজ সৎ এবং আপনার বিবেক সমর্থিত কিনা। যদি বিবেক সমর্থিত হয় তাহলে সেটির সফলতার জন্য এবার উঠেপড়ে লেগে যান। আপনি হয়তো দেখবেন যে, আপনার সম্মুখে এমন কোন রাস্তা নেই যেদিক দিয়ে সফলতা আসতে পারে। তবুও বুদ্ধির সাথে কঠোর হস্তে আপনার প্রচেষ্টা আপনি চালিয়ে যান। মনে রাখবেন, পৃথিবীর সকল সৎ কাজই আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহর নীতি এটি নয় যে, মানুষ তাঁর জন্য নামমাত্র চেষ্টা করলেই তিনি সফলতা দিয়ে দিবেন। বরং আল্লাহ্ দেখেন যে, বান্দার সম্মুখে তখনো পর্যন্ত এমন কোন দ্বার খোলা আছে কিনা ; যেদিক দিয়ে সে আরো কিছু প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

এমনি করে বান্দাহ যখন তার শক্তি ও সাধ্যের সবটুকু দিয়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে দুর্বল হাসি দিয়ে তাঁর রহমতের ভরসা করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়-ঠিক তখনি আল্লাহর সাহায্য এবং রহমতের ফল্গুধারা নেমে এসে তাকে সফলতা এবং মর্যাদার স্বর্ণশিখরে পৌছিয়ে দেয়।

দেখুন-

মুসা আঃ ফিরআউনের শত জুলুম নির্যাতন সহ্য করেও তাকে আল্লাহর দিকে আহবান করতে করতে এবং মার খেতে খেতে এক পর্যায়ে নীল নদের পাড়ে এসে তাঁর সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। আর তখনি আল্লাহর মহান শক্তি এসে তাঁকে উদ্ধার করে।

আপনি হতাশ কেন?

আপনি কি জানেন না? যে, মা হাজেরা এবং তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আঃ) তাঁরা দুজনই আল্লাহর কতো প্রিয় বান্দা ছিল। অথচ মা হাজেরা উত্তপ্ত মরুভূমি এবং পাহাড়ের মাঝে আল্লাহর রহমতের পানির আশায় দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁর সকল শক্তি যখন নিঃশেষ করেছিলেন তখনি আল্লাহ তাকে পানি দান করেছিলেন ইসমাঈলের পায়ের নীচ থেকেই। আল্লাহ্ কি পারতেন না যে, পিপাসার সাথে সাথেই তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে পানি পান করাতে?

অবশ্যই পারতেন, কিন্তু আল্লাহর এটি নীতি নয় যে, তিনি কারো চেষ্টা না দেখে কিছু দান করে দেবেন।

মনে রাখবেন, হতাশার কারণ মাত্র দুটি।

একঃ অসৎ কাজ করা। যে লোক অসৎ কাজ করে, তার ঈমান থাকলেও সে আল্লাহর সাহায্যের আশা করতে পারে না।

দুইঃ বে-ঈমান হওয়া। যার আল্লাহর উপর বিশ্বাস নেই সে সৎকাজ করতে গেলেও হতাশ হয়, কারণ আল্লাহ্ যে তার কাজে কোন সাহায্য করতে পারে; এটি সে ভাবেইনা।

আমি এমন এক গরীব ছাত্রকে জানি, যার পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। সে সারাদিন পড়াশুনা এবং দ্বীনি কাজে ব্যস্ত থাকে, আর রাত হলেই সে জীবিকার চিন্তায় এমন কিছু কাজে লিপ্ত হয় যেগুলো সমাজের চোখে "অতি নিম্ন মানের কাজ" বলে পরিচিত। বহুদিন থেকেছি অনার্স লেভেলের এই ছাত্রের সাথে। আল্লাহর কসম! কখনো আমি ওর চোখে হতাশার ছায়া দেখিনি।

আপনার হতাশার কারণ কী?

আপনি কি সৎ ব্যক্তি?

তাহলে যখনই আপনি হতাশা অনুভব করবেন, তখন নিজেকে এই তিনটি প্রশ্ন করুন-

একঃ কোন নিরপরাধ সৃষ্টিজীবের ক্ষতি করছিনা তো আমি?

দুইঃ কাজটি করতে আমার বিবেক কোন প্রকার বাঁধা প্রদান করছেনা তো আমাকে?

তিনঃ আমার প্রচেষ্টায় বিন্দুমাত্রও গলদ নেই তো?

এই তিনটির উত্তর যদি 'না' হয় তবে নিশ্চিত থাকুন, আল্লাহর সাহায্য আপনার জন্য অবধারিত।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি-"মুহাম্মদ সাঃ"। আল্লাহ্ তাঁকেও কষ্টহীন সফলতা দেননি। হিজরাতের সেই ভয়াল দিনে আবুবকর (রাঃ) যখন কাফিরদের আক্রমণ হতে বাঁচার কোন উপায় না দেখে চিন্তায় ও ভয়ে অস্থির। তখন নবী (সঃ)তাকে বলেছিলেন- "হতাশ হয়োনা, আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।"এ দুজনের কথা মহানআল্লাহ পাকের কাছে সত্যিই পছন্দনীয় হয়েছে বিধায় কুরআনে তা কোড করে দিয়েছেন। এতে আপনার জন্য কোন প্রকার শিক্ষা আছে কী?

আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন আল্লাহর নিকট শহীদদের এতো মর্যাদা কেন? কারণ, সে তার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে।

মাস্টার্স পাশ করা এক ছাত্রকে দেখেছি-নিজের সার্টিফিকেট এর যোগ্য চাকুরী না পেয়ে বহুদিন যাবৎ বেকার ঘুরেছে। বেকারত্বের অভিশাপে একটা সময় পরিবার থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। শেষে হতাশার প্রাবল্য সইতে না পেরে নেশা হাতে নিয়েছে। এ লোকটির জীবনে কি কোন সফলতা আপনি আদৌ খুঁজে পাবেন?

মহান রব আমাদের সবাইকে উত্তম বুঝ, বিবেক, হতাশামুক্ত জীবন এবং সাফল্যমন্ডিত আখিরাত দান করুন। আমীন।

আমার দেখা মাদরাসা-ই- দারুচ্ছুন্নাহ

মোঃ শাহাবুদ্দীন শিহাব, আলিম পরিক্ষার্থী ২০১৬

উড়ে এসেছি ইলম হাদীসের
গুল বাগিচায়
আমরা পথ ভোলা বুলবুল।

আমার দাখিল পরীক্ষার রেজাল্ট পাওয়ার পর চিন্তায় পড়ে যাই, কোথায় ভর্তি হবো। নারায়নগঞ্জে কয়েকটি মাদরাসা দেখি। তারপর এই দারুচ্ছুন্নায় আসি। আসার পর শিক্ষকদের কথায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাই। তখনই আলিম ১ম বর্ষে ভর্তি হই। এ মাদরাসার শিক্ষকেরা আসাধরণ মেধার অধিকারী, অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। তাঁরা অনেক সুন্দর করে পাঠ দান করেন। আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব দান করেন। আমি মাদরাসায় আরো যা দেখলাম...

প্রকাশনা বিভাগঃ

মাদরাসায় এসে দেখলাম প্রতিমাসে দেয়ালিকা বের করা হয়। যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা লিখার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তারা নিয়মিত লিখা জমা দেয়। এ ছাড়া ক্যালেন্ডার ডায়েরী, মাসিক পাথেয় ইত্যাদি বের করা হয়।

ছাত্রদের শৃঙ্খলা শিক্ষাঃ

মাদরাসায় এসে দেখলাম ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়ম শৃঙ্খলায় অনেক গুরুত্ব দেয়। তারা সময় মত ক্লাসে উপস্থিত হয়। নিয়মিত ক্লাস করে। ক্লাস শেষ করে সবাই এক সাথে নামাযে উপস্থিত হয়। নামায শেষ করে সবাই এক সাথে বের হয়ে বাড়ি চলে যায়। ছাত্র জীবনেই নিয়ম শৃঙ্খলা শিক্ষার উপযুক্ত সময়। তারা যখন বড় হবে এবং কোন অফিসে কর্মরত হবে তখনও সে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবে। কোন এক মনীষী বলেন- স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম না মানলে দেহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই কোন ছাত্র যদি নিয়ম না মানে তাহলে তার জীবন সুফল হয় না।

দেশ প্রেম জাগ্রত করাঃ

দারুচ্ছুন্নাহ্ এসে দেখলাম ছাত্রদের দেশ প্রেম শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় তারা এই দেশের সন্তান। তারা এই বাংলাদেশের

নাগরিক। তাদের স্মরন করিয়ে দেওয়া হয় তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। যুদ্ধে যে ভাবে এ দেশের সন্তানরা তাদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছিল। তারা দেশকে স্বাধীন করেছে। এখানে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় কিভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

হাদিস শরিফে রাসুল (সঃ) বলেছেন- দেশ প্রেম ঈমানের অংশ। দেশের প্রেমের ফলে মানুষের মন উদার ও মহৎ হয়। সত্যিকারের দেশ প্রেম প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলেছেন

নিঃশেষে প্রান যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

নকল মুক্ত পরীক্ষাঃ

দারুচ্ছুন্নাহ আমাকে আরো অবাক করেছে যে, মাদরাসায় যে কোনো পরীক্ষায় নকল করতে দেওয়া হয় না। যা অনেক প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে। এ সম্পর্কে মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল স্যার- তোমরা যা পারবে তা লিখবে। এখন থেকে তোমরা যা পারবে তা লিখবে। এখান থেকে তোমরা ভালো প্রস্তুতি নিবে। তোমার যোগ্যতা প্রমানের জন্য পরীক্ষা দাও। তা যদি নকল করে দাও তাহলে তা পরীক্ষা হলো না।

সর্বশেষ আমি বলতে চাই ২০1৪ সালে এই মাদরাসায় ভর্তি হয়ে অনেক কিছু পেয়েছি। আমরা অনেক কিছু পাই নাই। তবে যা পেয়েছি তার জন্য আল্লাহর শুকুরিয়া কামনা করছি। আর যা পাই নাই তার জন্য আমাদের অধ্যক্ষ স্যার অনেক চেষ্টা করেছেন।

তাই আমি সুধী সমাজের কাছে বলতে চাই আমরা দারুচ্ছুন্নাতে ইলমে দ্বীন শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি। এই মাদরাসাতে ইলমে দ্বীন শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯৮৩ সালে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮৩ সাল থেকে শত শত সমস্যা কাটিয়ে হাটি হাটি পা পা করে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। তার বাস্তবাতায় বিগত ৫ম, ৮ম, দাখিল ও আলিম বোর্ড পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। এ সাফল্য ধরে রাখতে গভার্ণিবডিসহ সর্ব শ্রেনীর সুধী সমাজের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের আহবান করছি। আমরা সবাই দোয়া করি মাদরাসাটি যেন কামিল পর্যন্ত উন্নীত হয়। আমিন।

পড় এবং পড়, যে পড়ে সে বড়।

স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান

রিয়াদ হোসেন, আলিম পরিক্ষার্থী ২০১৬

মনে হয় এইতো সেই দিন দাখিল পরীক্ষ শেষ করে আমি, হোসাইন, শাহাদাত আমার স্বপ্নের রাজত্বে বাস করা প্রতিষ্ঠান ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার সুশীতল জ্ঞানের ছায়া তলে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রথম যে দিন আমি সকল মাদরাসার সেরা মাদরাসা ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসায় প্রবেশ করলাম দেখলাম মাদরাসাটির সৌন্দর্যের মাধুর্যে আমার তনুমন মুগ্ধ হয়ে গেছে যেন আমি আমার দৃষ্টি ফেরাতে পারছি না।

তারপর মাদরাসার মূল গেইটের ভিতরে ঢুকে মনে হয় আমরা যেন ভুল করে স্বর্গের কোন উদ্যানে উপস্থিত হয়েছি। এই যেন রোমাঞ্চকর অন্যরকম এক সুখের নীল আকাশের রংধনু সাত রঙের নিচে সবুজ গালিচায় ঢাকা প্রতিষ্ঠান। আমরা এই দৃষ্টি নন্দন দৃশ্য নিয়ে ভাবতে ভাবতে প্রথমে অধ্যক্ষ স্যারের কক্ষে তাঁকে সালাম জানিয়ে ভিতরে প্রবেশ করি। তিনি আমাদের পথে আসা নিয়ে কোন রকম সমস্যা হয়নি জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা উত্তরে বললাম না কোন সমস্যা হয়নি। অধ্যক্ষ স্যার আমাদেরকে কিছু মজাদার উপদেশ প্রদান করলেন। তারপর তিনি বলেন তোমরা এখন হোস্টেলে যাও বিশ্রাম নেও। হোস্টেলে ভিতরে প্রবেশ করে আমরা তো অবাক । আমাদের আরো তিন ক্লাসমেট ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে। তারা হল- সাহবুদ্দিন, আলিম, কাদের। তারা তিনজন খুব রোমান্টিক ও ভদ্র। পরের দিন যখন আমার জীবনে প্রথম আলিম ক্লাস করতে গেলাম তখন দেখা হয় নবীন নবীন সব অচেনা, অপরিচিত বন্ধুদের সাথে। সবাই মিলে সবার এক কৌতুহলী আবেগে সাবার সাথে পরিচিত হলাম এবং একজন অপরের বন্ধু হয়ে গেলাম। আলিম জীবনের প্রথম ক্লাস করতে আসেন আরবি প্রভাষক হারুনুর রশিদ হুজুর। আমরা সবাই তাকে সালাম জানালাম। তিনি সালমের উত্তর দিয়ে এক এক করে সবার সাথে পরিচয় হচ্ছেন। আমার পরিচয়ের পালা এলে আমি বললাম আমার নাম রিয়াদ হোসেন, আমি কুমিল্লা থেকে এসেছি। এ কথা শুনামাত্র, তিনি হাসি দিয়ে বলেন, কুমিল্লার মানুষ সবচেয়ে...। আমি তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হলাম কোন মানে বুঝলাম না। আসলে সবচেয়ে আনন্দের খবর হল, তিনি নিজেই কুমিল্লার মানুষ। আমাকে চমকিয়ে দেয়ার জন্য এই কথাটি বলেছিলেন। আরো দেখা হয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে। তারা সারাটি বছর আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের পাঠদান করেছেন। দুইটি বছর আমাদের কাটে কত সুন্দর হাসি-খুসিতে। একদিন আমরা সবাই হোস্টেল থেকে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে হোস্টেল সুপার আমজাদ হোসেন হুজুরের কাছে অনুমতি নিতে গেলাম, তিনি আমাদের কোন কিছু না বলে বললেন, তোমরা অধ্যক্ষ স্যারের কাছ থেকে অনুমতি নেও। আমরা সবাই ভয়ে ভয়ে

অধ্যক্ষ স্যারের নিকট অনুমতির জন্য গেলাম। তাকে আমরা সব কিছু বলার পর, তিনি বলেন হয়তো তোমরা বাহিরে থাকলে ভাল খাবে, ভালো মতো থাকবে, কিন্তু আজকে যাওয়ার পর আগামী দিন সকাল বেলা ফজর নামাজটাও হয়ত তোমরা জামাতে পড়বে না। নিয়মিত পড়া শোনা করবে না, অসৎ সঙ্গ তোমাদের গ্রাস করবেন, তিনি আমাদের হোস্টেল ছাড়তে দিলেন না, আমাদের তার সন্তানের মত আগলে ধরে রাখলেন। আজ বুঝতে পারছি তার এই উত্তম সিদ্ধান্তের গুরুত্ব। মানুষের জীবনের সুন্দর, আবেগঘন মুহুর্তগুলো কেন জানি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। পেছন ফেরার কোন ভাবনাই মনে থাকে না। তাই বলতে ইচ্ছা হয়-

জীবন একটা ছোট গল্প, শুরুতে শেষ হয়ে যায়
সময় হউকনা যত অল্প,তবুও থাকি আশায়

চমৎকার সুন্দর নীলচে আকাশে শারদীয় মেঘ শিউলীঝরা প্রভাতে আর কুয়াশার শুচি-শুভ্র উত্তরীয় প্রকৃতি যখন অনিন্দ্য সুন্দর আভা ছড়াচ্ছে, তখন শেষ হলে এলো আমাদের ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার শিক্ষাজীবন। বাড়ন্ত বসন্তের সুমধুর প্রহর। জীবনের জাগরণ দ্বারে দ্বারে। দূর নীলিমায় পাখা মেলেছে বিহঙ্গে। আগুন লেগেছে কৃষ্ণচূড়ার ডালে। এই পাওয়াকে ঘিরে ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার সুরের রাগীনিতে আমাদের মনের সোনালি আকাশ ছেয়ে গেছে বিষাদের ঘনঘটায় এ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষায়তনে যুগ-শ্রেষ্ঠ, কাল বরণ্য ওস্তাদ। বেদনাবিধুর এ বিদায় বেলায় আমাদের মনে পড়ছে বিগত দিনের অফুরন্ত স্মৃতি। তাই আজ অশ্রুসিক্ত দুটি কথা বলতে হচ্ছে

‘ডুকরে ডুকরে কাঁদে মন মম, বেদনায় ফাঁটে বুক;
দ্বারে বসি ডাকে বিদায়ের সময়, হরণ করিবে সুখ’

সুদীর্ঘ সময়ে ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার সাথে আমাদের হৃদ্যতার যে নিবিড় সম্পর্কের গ্রন্থি রচিত হয়েছিল, তা আজ ছিন্ন করে আমাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। জানি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথাযথ সম্মান করতে পারিনি। অনেক সময় আমাদের অবুঝ যুক্তি, তর্ক, আচার- ব্যবহারে আপনারা মনঃক্ষুন্ন হয়েছেন। এই সব ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আমাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। যাতে আগামী দিনের দেশনেতা, সমাজসেবক, শিক্ষক ও অভিভাবক হতে পারি, দেশের ভবিষৎ দায়িত্বশীলদের প্রস্তুতি মঞ্চ হল শিক্ষা। আমরা যেন শিক্ষার সুন্দর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এ প্রতিষ্ঠানকে ধন্য করতে পারি।
এই প্রতিষ্ঠান যেন শির উচু করে বলতে পারে আমরা তার আদর্শ ছাত্র। আমরা যেন সর্বমহলে সর্বজনে অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারি। বাঁধভাঙা গতিতে ধেয়ে চলছে জীবন। আমরা তাতে অভিযাত্রী। সুরের সরণদ্বীপ ডাকিছে আমাদের। স্বার্থক হউক আমাদের অভিযাত্রা তাই আজ বিদায় নিতে কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে দোয়া কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ

পবিত্র কা'বা নির্মাণের ধারাবিন্যাস

মোঃ আনিছুর রহমান, আলিম পরিক্ষার্থী'১৬

বরকতময় ও কল্যাণের আধার পবিত্র কা'বা গৃহ। যার সর্বপ্রথম নির্মান থেকে সর্বশেষ নির্মাণ পর্যন্ত মোট ১০টি নির্মাণ কার্য ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়। নিচে তার ধারাবিন্যাস উল্লেখ করা হলো-

১ম: মানব সৃষ্টির পূর্বে ফেরেস্তা কর্তৃক কা'বা নির্মাণ।

২য়: হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক পুনঃ নির্মাণ।

৩য় হযরত শীস (আঃ) কর্তৃক পুনঃ নির্মাণ।

৪র্থ: হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক পুনঃ নির্মাণ।

৫ম: আমালিকা সম্প্রদায় কর্তৃক পুনঃ নির্মাণ।

৬ষ্ঠ: জুরহান সম্প্রদায় কর্তৃক পুনঃ নির্মাণ।

৭ম: মোযার সম্প্রদায় কর্তৃক পুনঃ নির্মাণ।

৮ম: কোরাইশ সম্প্রদায় কর্তৃক মহানবী (সঃ) এর নবুয়াত প্রাপ্তির পাঁচবছর পূর্বে পুনঃ নির্মাণ। যে নির্মাণ কার্যে মহানবী (সঃ) ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং হাজরে আসওয়াদ তাঁর পবিত্র হাতেই কা'বা গৃহে স্থাপিত হয়েছিল।

৯ম: ৬৪ হিজরীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) কর্তৃক মহানবী (সঃ) এর অন্তিম ইচ্ছা বাস্তবায়নে পুনঃ নির্মাণ।

১০ম: ৭৪ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক পুনঃ নির্মাণ। আর সেটাই আজ পর্যন্ত কা'বার সর্বশেষ নির্মাণ কাজ। এর পর ছোট খাট সংস্কার ব্যতীত কা'বার নির্মাণ কাজে আর কেউ হাত দেয়নি।

এ মোর অহংকার

রত্না আকতার (প্রাক্তন ছাত্রী)

নারী হয়ে জন্মেছি আমি এ মোর অহংকার,
তোমার সকাশে শুকরিয়া প্রভূ শুকরিয়া লাখো বার।
আমার গর্ভেই জন্ম নিয়েছে বিশ্বের যত নবী,
আঁখি মুদিলেই দেখি মনের মুকুরে ভাসে সেই ছবি।
পিতা বিহনে পুত্র পেয়েছি আমি মাতা মরিয়ম,
মাতা ছাড়া সন্তান হয়েছে কি কভু? আছে কি কোথাও এনিয়ম?
আমি মাতা মুসার,পুত্রকে বাঁচাতে ভাসিয়ে দিয়েছি জলে,
আমি ভগ্নি মুসার,ভাইয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে হেঁটেছি নদীর কূলে কূলে
আমি আছিয়া,শিশু মুসা নবীকে বুকে দিয়েছি ঠাঁই,
মুসার জীবন বাঁচাতে পুরুষের কোন অবদান নাই।
আমি নারী যুগে যুগে করেছি বিশ্বের যত কল্যাণময় কাজ,
তাই এহৃদে নাই কোন ভয়,দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,সংশয়-শংকা লাজ।
আমি খাদিজাতুল কুবরা,বিশ্ব নবীর উদাত্ত আহবানে প্রথম দিয়েছি সাড়া,
সমাজের যত জ্ঞানী গুণীজন অনেক পরে এসেছেন তারা।
সঞ্চিত ধন যত ছিল মোর এই পৃথিবীর পরে,
ভালোবেসে সব সঁপে দিয়েছি মোর নবীজির তরে।
সুমাইয়া আমি,ইসলামের তরে প্রথম দিয়েছি প্রাণ,
আমিই পেয়েছি প্রথম শহীদের সীমাহীন সন্মান।
আমি ফাতিমা তুজজোহরা, বিশ্ব দুলালী নারীকূল শিরোমণি,
নবীনন্দিনী শহীদ জননী ফেরদৌসের মহারাণী।
আমি আয়শা, রাসুল-প্রেয়সী উম্মুল মোমেনীন,
আমার বুকে মাথা রেখে প্রিয় নবিজী শেষ ঘুমালেন।
মম চরিত্রের প্রশংসা পত্র দিলেন খোদ আল্লাহ পাক,
আমার যশ দেখি সপ্ত আসমান,সপ্ত জমিন হলো নির্বাক।
আমি উম্মে সালমা, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে এলেন নবিজী আমার কাছে,
বিচলিত হয়ে ডাকলেন,উম্মে সালমা বলো এখন বিহিত কি কিছু আছে?
সাহাবিরা যে যার মতো মানছেনা যে আমার কথা,
বললাম তাঁকে নিজ কুরবাণী নিজেই দিয়ে মুড়ান আপন মাথা।

আমার কাছে পরামর্শ চেয়ে দিলেন নবিজী নারীকে সন্মান,
তাই বলে তাঁর নবুয়তির হয়েছে কি কিছু ম্লান?
আমি উম্মে আম্মারা, ভয়াবহ সেই ওহুদের প্রান্তরে,
নবিজীকে বাঁচাতে বুকের রক্ত ঢেলেছি অকাতরে।
আমি সেই উম্মে হাকাম আবু জেহেলের পুত্র বধু,
কাফির ইকরামার কণ্ঠে তুলে দিয়েছি ঈমানের সুমিষ্ট মধু।
আমি মুসলিম নারী-নই অবলা ইসলাম আমায় দিয়েছে অজস্র সন্মান,
আমার দাওয়াতে বনি চেঙ্গিস হয়েছে মুসলমান।
অকাতরে আল্লার রাহে দিয়েছি পাঠিয়ে স্বামী সন্তান ভাই,
পুরুষের কথা ইতিহাসে আছে আমার কথা কি নাই?
মা হাওয়া থেকে শুরূ করে এই রত্না তক সবে,
কম বেশী করে দ্বীনের তরে সুখ আরাম কে করেছি জবে।
পুরুষ শাসিত সমাজে আমি এক অসহায় নারী,
পুরূষের তরে একঠিন অপবাদ আমি কি করে দিতে পারি?
আমি কন্যা,জায়া,ভগ্নিপুরূষের,পুরূষেরই সন্মানিতা মাতা,
আমার পক্ষে কি এমন বিজাতীয় ঢঙ্গে বলা সাজে পুরূষ সর্ম্পকে যা-তা।
যা কিছু হীনতা যা কিছু দীনতা সে আমারই নিজ দোষে,
আল্লার বিধান ছেড়েছি বলেই পড়েছি প্রভূর রোষে।
হে দয়াময় মহান প্রভূ আমাদের স্রষ্টা রহিমও রহমান,
তুমি চালাও আমাদের সে পথে যে পথে ক্ষমা নেয়ামত অফুরান।

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরণ একদিন মুছে দিবে সকল রঙিন পরিচয়।

কে করলেন সৃষ্টি?

এম এম নুসরাত জাহান, সপ্তম শ্রেণী

নীল আকাশে তারার মিছিল
কার হুকুমে জ্বলে,
নদীর পরে মৎসরাজি
কার দয়াতে চলে?
কার দয়াতে চন্দ্র-সূর্য
দিচ্ছে ধরায় আলো,
কার মহিমায় দিনের শেষে
নামে আঁধার কালো ?
কার নামেতে মৌ মাছিরা
গাইছে মধুর গান।
কে দিচ্ছে এই জমিনে
ফল ফসলের প্রাণ?
কার সে দয়ায় আকাশ চিরে
পড়ছে ঝরে বৃষ্টি,
সাগর-নদী পশু-পাখি
কে করলেন সৃষ্টি?
কে বানালেন মানুষ নামের
শ্রেষ্ঠ প্রাণী ভাই,
কার দেয়া এই হালাল রিজিক
আমরা সবাই খাই?
তিনি আমার জীবন স্রষ্টা
আললাহ মেহেরবান,
তার নামেই তাসবীহ পড়ি
উজাড় করে প্রাণ।
তিনি আমার জীবন স্রষ্টা
আল্লাহ মেহেরবান,
তার নামেই তাসবীহ পড়ি
উজাড় করে প্রাণ।

বিশ্ব মিডিয়া ও মুসলিম.

মোহাম্মদ হোসাইন, আলিম পরীক্ষার্থী-১৬

স্যার স্যার গুজরাটে, আসামে,কাস্মীরে
মুসলমান পুড়িয়ে মারতেছে,
বিজেপি, শীবসেনা বজরঙ্গী
আর এস এস হিন্দু জঙ্গিরা!!
চুপ থাকো!
স্যার স্যার মুসলিম পুড়িয়ে কাবাব বানাচ্ছে,
বার্মিজ বৌদ্ধ জঙ্গীরা!!
স্যার স্যার চীনে ওইঘুর মুসলমানদের মাথা কেঁটে
ফুটবল খেলছে চীনা বৌদ্ধরা!!
উফ! বলছিনা চুপ থাকতে।
স্যার স্যার ফিলিস্তিনে কচি কচি শিশুদের বুকে
গুলী করে ঝাঝরা করছে
ইসরাইলী ইহুদীরা!!
'উফ' কয়বার বলছি চুপ থাকতে,
চুপ থাকোতো!!
চাকরিটা হারাতে চাও?
স্যার স্যার ওয়াশিংটনে ডিসের সামনে
একটি কুত্তাকে গুলী করে মেরে ফেলেছে
ইব্রাহীম নামে একজনে।
আরে বলো কি? তাড়াতাড়ি টুইটার, ফেজবুকে ও
গুগলে শোকের ঘোষণা দিয়ে দাও।
ওফ ! মুসলমানরা কত্ত বড় খুনী?
একটা নিরীহ কুত্তাকে মেরে দিল?
উফ নো নো!!
স্যার উনি মুসলমান না
পুরো নামঃ জোসেফ ইব্রাহীমোভিচ।
সাবেক চ্যান্সেলর
আরে হয়েছে, মিডিয়া আমাদের
যা প্রচার করবো তাই হবে।
তীলকে তাল বুঝছো?
যা বলছি জটপট করো।
শিরোনাম লিখবা-
Muslim terrorist killer, killed a dog!!
Its world media!!

কাক কোকিলের বিয়ে

আব্দুল আলীম, আলিম পরিক্ষাথী ২০১৬

বহুযুগ আগের কথা, তখন সকাল-সন্ধ্যা বনের ভিতরে পাখিদের গানের আসর বসত। কন্ঠের মাধুর্য নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো আসরে যারা গান গাইত তাদের মধ্যে ছিল কোকিল, বুলবুলি, টুনটুনি শালিক, চড়ূই, ঘুঘু, কবুতর, ময়না, টিয়া, হুতুম পেচা, শুকপাখি, বগিলা, কাক আরও হাজার হাজার রকমের পাখি, তাদের মধ্যে অন্যতম এবং সবার সেরা গায়ক ছিল কোকিলা। তার কণ্ঠ এতই মধুর যে মুখে বলা মুশকিল। পাখি কুলের আবাল, বৃদ্ধবনিতা এক বাক্যে সবাই তার কথা বলে কোথাও গানের আসর বসলে সেখানে কোকিলা থাকবেই থাকবে। আর যেখানে থাকে কোকিলা সেখানে পাখিরা না থেকে যাবে কোথায়। তাইতো মানব শিল্পীরাও তাদেও গানে বলে- কোকিলা কালো বলে গান শুনেনা কে? কোকিলার গানে ভক্ত ছিল যারা, তাদের মধ্যে কাক, কাকের কণ্ঠ ছিল সবার চেয়ে কর্কশ সে গান গাইতে শুরু করলে অন্যদের কানে তালা লাগাত। তাই কাকের গান শুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন দুজন করে আসর থেকে পালাতে থাকে। কাকের ককর্শ কন্ঠের গান কেউই শুনেনা, কাক তবুও নিরাশ হয় না। সে ভাবত একদিন না একদিন এই ককর্শ কণ্ঠ কোমল হবেই হবে-কেননা পন্ডিতরা বলেছেন গাইতে গাইতে গায়েন। তার মনের আশা কখনো দমেনি। অদম্য নিষ্ঠায় চলছে তার সংগীত চর্চা, সে প্রতিদিন আকাশের দিকে মুখ হাঁ করে বাতাস দিয়ে গরগরা করত আর, কা কা কা কা শব্দ করত। আর গান গাওয়া শিখতে প্রতিদিন ছুটে আসে কোকিলের কাছে। কোকিলা গান গেয়ে সুরের নানা অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে কাককে গান শোনাত। তারপর কোকিলার শেখানো গান কা কা কা করে গাইত কাক। কাকের কর্কশ কন্ঠে অদ্ভুত গান শুনে প্রচন্ড রাগ হতো কোকিলার। কিন্তু রাগ করলে কি আর চলে। কাক তোতার ভীষন ভক্ত এবং শিক্ষর্থী। তাই ভক্ত কিংবা শিক্ষার্থীদের ওপর রাগ করা উচৎ নয়। কাকেরও মনে ভাব জন্মেছে কোকিলার প্রতি। তাই সে শেখার প্রতি মন না দিয়ে প্রতিদিন কোকিলাকে একনজর দেখার জন্য ছুটে আসে। তারা দু'জন দুজনকে খুব পছন্দ করে। কারন কাকই একমাত্র কোকিলার দীর্ঘদিনের শ্রোতা এভাবে দীর্ঘ দিন আসা যাওয়া করতে করতে একদিন কাক তার মনের কথা কোকিলাকে জানায়, শুনে রাজি হয়ে যায় কোকিলা এবং বসন্তকালের এক চাঁদনি রাতে বিয়ে হয় দু'জনের। বিয়ের পর সুখেই কাটছিল কাক আর কোকিলার সংসার। তবে আগের থেকেই কোকিলার ব্যস্ততা আরও বেড়ে গেছে বহুগুন। দেশের বনে বনে ঘুরে নানা অনুষ্ঠানে গান গায় কোকিলা। আর বাড়িতে বসে ঘর সংসার দেখাশুনা করে কাক। কিন্তু এভাবে আর বেশিদিন গেল না। কাক মনে মনে ভীষন রাগ হলো কোকিলার উপর সে হিংসায় জ্বলে পড়ে যাচ্ছে।

ভাবল এবার কোকিলা ঘরে আসুক তার একদিন কি আমার একদিন। হয় তার সঙ্গে ঘর করা হবে নয়তো হবে না। তবু এর বিহিত করেই ছাড়ব। যার গান শুনে মুগ্ধ হলাম। বিয়ে করলাম শিল্পী পাখিকে নিয়ে ঘর করতে। সে আজ বনে বনে অন্যকে গান শুনিয়ে বেড়ায়। এ আমি আর সহ্য করব না। অনুষ্ঠান শেষ করে কোকিলা ঘরে ফিরে এলে কাক তাকে খুব করে বুঝালেন। বলল তোমাকে আর বনে বনে গান গেয়ে বেড়াতে হবে না। আমি একটি সংগীতখান তৈরী করে দেব। আর সেখানে দেশ বিদেশে থেকে তোমার ভক্তরা গান শুনাত আসবে। সব শুনে কোকিলা রাজি হলো, কাকের তৈরী করা সংগীতখানায় অনেক দিন ধরে চলতে থাকে কোকিলার গানের আসর। কিন্তু হঠাৎ একদিন সুন্দরবন থেকে এক ভক্ত এসে হাজির সুন্দরবনে সে একটি আসরের আয়োজন করে কোকিলাকে নিতে এসছে তবে কোকিলা যে বাইরে গিয়ে গানের আসর করে না সে তা জানত না।

তাই সে ভক্ত কোকিলাকে না জানিয়ে এত আয়োজন করেছে। এবার কোকিলাকে না নিয়ে গেলেই নয়। নয়তো তার মান-সম্মান মারা পড়বে কোকিলা অনেক করে বোঝাল তার স্বামীর নিষেধের কথা । কিন্তু ভক্ত কিছুতেই ছাড়ল না সে বলল আপনি আসরে যাবেন। নয়তো আমার পক্ষীকুল আজ থেকে গান শোনাই ছেড়ে দেবে। কথাটা শুনে মনে মনে ভীষণ কষ্ঠ পেল সে ভাবল, যে সংগীতের কারণে পৃথিবী আজ টিকে আছে আর সে সংগীতের কারণে ফাগুনে ফুল ফোটে এবং রূপবৈচিত্রে প্রকৃতি সাজে। আর তাই কিনা আমার গান না গাওয়ার কারণে পৃথিবীথেকে সংগীতই উঠে যাবে না তা হতে পারে না। সে কারণেই হোক আমি যাব। কোকিলা তাই করলো। সে সুন্দরবনের আসওে গান গাওয়ার জন্য চলে গেল। কোকিলার চলে যাওয়াতে কাকের মনে ভীষণ রকম রাগ হলো। কাক মনে মনে ভাবল কোকিলার সঙ্গে আর ঘর সংসার করবেনা সে। অবশেষে তাই করলো। সে কোকিলাকে না জানিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করলো আর কাকের বংশের একটি মেয়েকে বিয়ে করলো। এদিকে সাত দিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে কোকিলা প্রায় পুরো বসন্ত কালটাই কাটাল সুন্দরবনে। তার পর ঘরে এসে দেখলো অবাক কান্ড ঘরে গোমটা পড়ে বসে আছে কাক আর কাকের নতুন বউ। কোকিলা জিজ্ঞাসা করলে কাক রাগান্বিত হয়ে বলল, আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করেছি এবং আমি আমার জাতের মেয়েকে কাকিকে বিবাহ করেছি-তুই দুর হয়ে যা।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় ভেষজ

--হাকীম লতাপাতা খান

আমাদের দেহের উচ্চতা অনুযায়ী ঝুকিমুক্ত ওজনের ১টা হিসাব আছে। এর অতিরিক্ত ১আউন্স ওজন বৃদ্ধি পাওয়া মানে শরীরের ভিতর ১কিলোমিটার রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাওয়া তাই সতর্কতার জন্য এবারের উপহার ওজন কমাতে ৫টি যাদুকরী পানীয় সাথে ১টি ফ্রি।

১. জুসঃ লেবু বা টক জাতীয় ফলের (রস) জুস সপ্তাহে কমপক্ষে আট আউন্স। তবে চিনি ছাড়া।

২. পানিঃ প্রতিদিন ৮-১২ গাস বিশুদ্ধ পানি। সাথে লেবু, শশা, টমেটু, স্ট্রবেরী, আপেল, মালটা, তরমুজ যে কোন জুস মেশানো যেতে পারে , তবে চিনি নয় ।

৩. গ্রীণ টিঃ দিনে ৩ কাপ গ্রীণটি মধুসহ খাওয়া যেতে পারে তবে শুধু লিকার চা ও শরীরের ওজন কমাতে এবং কিডনী সুস্থ্য রাখতে কার্যকরী।

৪. কালো কফিঃ সকালে ও বিকালে ১কাপ কালো কফি ওজন হ্রাসে অতি সহায়ক। তবে অবশ্যই চিনি ছাড়া।

৫. দুধঃ সর ও ফ্যাট ছাড়া ২ গ্লাস দুধ সকালে ও বিকালে এবং এর সাথে স্ট্রবেরী বা পেপে মিশিয়ে মধু যোগে (চিনি নিষেধ) সেক তৈরী করে পান করতে পারেন।

#স্পেশাল ১টি ফর্মুলা ফ্রী....

*যা যা লাগবেঃ ২চামচ মধু, ১চামচ দারুচিনির গুড়ো, ১কাপ গরম পানি।

*যে ভাবে তৈরী করবেনঃ ১কাপ ফুটন্ত গরম পানিতে দারুচিনি গুড়ো মিশ্রিত করে ঠান্ডা করুন। এরপর মধু ঢালুন এবং ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে পান করুন। গরম করার প্রয়োজন নাই। দ্রুত ফলাফল পেতে সকালে তৈরী করে ফ্রিজে রেখে দিন এবং রাতে শোয়ার আগেও পান করুন।

*উপকারিতাঃ এই মিশ্রণটি-ই একমাত্র বিনা কষ্টে ওজন কমানোর জন্য উত্তম। যা দেহের মেটাবলিজম প্রক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়, ফলে কষ্ট ছাড়াই বাড়তি ওজন শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে।

আমার দেশের গাছ গাছড়া আর
লতা পাতায় যে গুণ আছে ভাই,
কামরূপ কামাক্ষার মন্ত্রেও তাহা নাই।

--- হাকীম লতাপাতা খান।

বিঃদ্রঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোন সমস্যার হার্বাল সমাধান, চিকিৎসা কিংবা পরামর্শ পেতে এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। ০১৯১১১৪৩৯৬২

গাছও অংক কষে!

জান্নাত, নবম শ্রেণি

গাছও মানুষের মতো অংক কষতে পারে। গাছ রাতের বেলা তার সঞ্চিত খাদ্যকে এমন ভাবে হিসাব-নিকাশ করে গ্রহন করে যাতে সে সকাল পর্যন্ত চলতে পারে। গাছের এ হিসাব করার ক্ষমতা প্রকৃতি প্রদত্ত। দীর্ঘদিন গবেষণার পর বৃটেনের জন ইন্স সেন্টারের একদল বিজ্ঞানী মজার এ তথ্য দিয়েছেন। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গবেষণায় দেখা গেছে দিনের বেলা গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে খাদ্যরস সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু রাতে গাছ সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপাদিত শ্বেতসার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এই খাদ্য ব্যবহার করার জন্য গাছ গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে। এবিষয়ে বিজ্ঞানী নরউইচ বলেন, "গাছের এ অংক কষার ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হয়েছি।" তিনি আরো বলেন যে কি পরিমান শ্বেতসার মজুদ আছে এবং তা কত সময় পর্যন্ত চলবে গাছ মুলত: এটাই হিসাব করে। অর্থাৎ-গাছ শ্বেত সারকে সময় দিয়ে ভাগ করে।

এ ব্যাপারে জন ইনস সেন্টারের অধ্যাপক মার্টিন হাওয়ার্ড বলেন,"মানুষ ছাড়া অন্য জীবের ও যে অংকের জ্ঞান আছে তার প্রথম বাস্তব উদাহরণ হলো গাছের এ অংক কষার ক্ষমতা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, গাছের মতো পাখীও ভ্রমণের সময় কিংবা ডিমে তা দেয়ার সময় খাদ্য এবং শরীরে চর্বি জমা করার ক্ষেত্রে অংক প্রয়োগ করে। তবে অধ্যাপক ড.রিচার্ড বাগস বলেন, এর মাধ্যমে গাছের বুদ্ধি মত্তার প্রমাণ হয়না। কারণ মানুষের মতো গাছ ইচ্ছাকৃত ভাবে অংক করেনা। গাছ অংক করে খাদ্য মজুদের তাগিদে।

রূপ চর্চায় লবণ!

জান্নাতুল ফেরদাউস (সালমা), সপ্তম শ্রেণি

প্রিয় পাঠক! শিরোণাম দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়েছেন? বিশ্বাস হচ্ছেনা? হ্যাঁ ১০০%সত্যি খবর। লবণ দিয়েই দেহের সৌন্দর্য ফেরানো সম্ভব। অর্থাৎ রূপ চর্চায় লবণের ব্যবহার আসলেই কার্যকরী।লবণের ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম ত্বকের সুস্বাস্থ্যের জন্য দারুন কার্যকর। শুষ্কও মলিন ত্বক প্রাণবন্ত করে তুলতে লবণের জুড়ি নেই। সামদ্রিক লবণ দিয়ে নানা ভাবেই রূপ চর্চা করা যায়। ত্বকের প্রদাহ দুর করতে লবণ এবং মধুর মিশ্রন একটি দারুন প্যাক। ২চামচ লবণের সাথে ৪চামচ মধু মিশিয়ে ১টি ঘন পেষ্ট তৈরি করতে হবে। মিশ্রণটি মুখে

ভালো করে লাগিয়ে **১৫**মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।কিছুটা শুকিয়ে এলে গরম পানিতে **১**টি পাতলা কাপড় ভিজিয়ে মুখের উপর **৩** সেকেন্ড চেপে হালকা ভাবে ঘষে বেশী করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।এতে করে ত্বকের মৃত: কোষ উঠে আসবে। এবং ত্বক পরিস্কার হবে।মাথার ত্বকের মৃত: কোষ দুর করতে ও লবণ ব্যবহার করা যেতে পারে।এছাড়া চুলে জমে থাকা অতিরিক্ত তেলও চুষে নিয়ে মাথার চামড়াকে ফাঙ্গাস সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচায় লবণ। মুখের দুর্গন্ধ দুর করতে ওসাহায্য করে লবণ, বেকিং সোডার সাথে লবণের মিশ্রণ দিয়ে কুলি করলে ভালো মাউথওয়াস হিসেবে কাজ। সূত্রঃওয়েব সাইট।

শব্দ করে হাসতে মানা

মেহেদি হাসান সরকার, প্রভাষক (পদার্থ)

****** মা তার ছেলেকে ঘুম থেকে উঠানোর জন্য চেষ্টা করছেন "এই খোকা উঠ। তাড়াতাড়ি উঠে পড়। তোর স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে তো"। একটা বিশাল হাই-তুলে ছেলে জড়ানো গলায় বললো,"বিরক্ত করোনা তো মা, আজ স্কুলে যাবো না।চ মা বললেন, "এভাবে অকারণে প্রতিদিন স্কুলে যাবো না বললে তো হবে না। কেন স্কুলে যাবি না,তার অন্তত দুইটা কারণ দেখা।চ

ছেলেঃ ঠিক আছে কারণ দেখাচ্ছি। প্রথম কারণ, কোন ছাত্রছাত্রী আমাকে পছন্দ করে না । আর দ্বিতীয় কারণ,কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাকে পছন্দ করে না।

মাঃ এটা কোন জোরালো কারণ হল না। এসব বলে স্কুল ফাঁকি দিতে পারবি না।

ছেলেঃ আচ্ছা! তাহলে তুমি আমাকে দুইটা কারণ দেখাও আমার কেন স্কুলে যাওয়া উচিত?

মাঃ ঠিক আছে বলছি; প্রথম কারণ, তুই এখন আর কচি খোকা না। তোর বয়স পঞ্চাশ বছর। আর দ্বিতীয় কারণ,তুই হচ্ছিস স্কুলের হেডমাস্টার।

তুই না গেলে স্কুল চলবে কি করে ???

******চোর ধরার মেশিন আবিস্কার হয়েছে, প্রথমে বসানো হলো আমেরিকায়, এক দিনে ধরা পড়লো ১৫০০ জন। তারপর বসালো সৌদিআরব। একদিনে ধরা পড়ল ১৫জন। তারপর বসানো হলো ভারত। একদিনে ধরা পড়লো ১৪০০ জন, বসানো হলো বাংলাদেশে, কিন্তু একি ১৭ ঘন্টা গেল ১৮ ঘন্টা গেল, কিন্তু কোন চোর ধরা পড়ছে না। তারপর মেশিন নিতে গিয়ে দেখে মেশিনই চুরি হয়ে গেছে।

২০১৬ সালের আলিম পরীক্ষার্থীদের পরিচিতি

	মোঃ শাহাদাত হুসাইন পিতাঃ শাহিদুল ইসলাম হোসেনপুর, ভাউকসার বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা মোঃ ০১৮৬৮১৬০০৬২ ফে.বুঃ এসো নবীর পথে চলি।		মোঃ হুসাইন খন্দকার পিতাঃআঃ লতিফ খন্দকার দেওড়া,বরুড়া,কুমিল্লা মোবাঃ০১৮৩২৯২৩২০৬ ফে.বু.হুসাইন খন্দকার
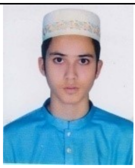	মোঃওবায়েদ উল্লাহ পিতাঃ মোঃ আঃ সামাদ তেওতা বাদেট,তেওতা, শিবালয়,মানিক গঞ্জ মোবাঃ০১৫২১২৫১০৮৭ F,b:s.m.obydullah Almahmud		মোঃশাহাবুদ্দীন পিতাঃনুরুল ইসলাম খালপাড় দুর্গাপুর,মতলব,চাঁদপুর মোবাঃ০১৯৮৮৫৬৭০৩১ Email-sahabuddin sihab05@gmail.com
	রিয়াদ হোসেন পিতাঃ মোঃ খোরশেদ আলম। কাদরাদেওড়া,বরুড়া, কুমিল্লা। মোবাঃ০১৮৪৫৩৯৬৯৬৬ f.b:mahmud riyad	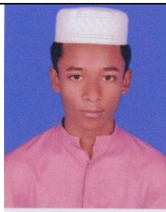	মোঃ আঃআলিম পিতাঃসাহেব আলী মুরাদপুর,আম্বও পুর,চান্দিনা, কুমিল্লা। মোবাঃ০১৭৮৯৩৮৯৮০৫ f.b:abdul alim
	আব্দুল কাইয়ুম হোসাইন পিতাঃ হাফেজ মোমীনুল ইসলাম।ফতেহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা। মোবাঃ০১৫১৫২০৮৯৮২ Email:abdulkaium		আব্দুল কাদের পিতাঃহাজী আঃ গফুর মুরাদপুর,আম্বরপুর,চান্দিনা, কুমিল্লা। মোবাঃ০১৮২১০৫১২৭৮ f.b:obydull kader
	নাজমুল ইসলাম। পিতাঃরুহুল আমীন শিকদার ,লক্ষীপুর,জালালাবাদ, মুলাদী ,বরিশাল। মোবাঃ০১৫১৫২৭৪২২৭ f.b:Nazmulbd_201 1@yahoo.com		আশ্রাফ সিদ্দিকী পিতা- হারেছ আহমেদ ঝালকুড়ি, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ মোঃ ০১৫২১৪৩৫৬৮২ e-mail: hkdupur@gmail.co m

	মাহমুদুল ইসলাম পিতা- মজিবুল হক ভূইঘর ফতুল্লাহ্ নারায়নগঞ্জ ০১৭৬৬২৭১১৯০ e-mail: remon3879@gmail .com		আনিসুর রহমান হাজী আব্দুল হাই রঘুনাথপুর, ভূইঘর, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ মোঃ ০১৫২১৪৩১৪৭৩ e-mail: ranisur 588@gmail.com
	ইমতিয়াজ আহমে আব্দুল্লাহ বিশ্বাস ঝালকুড়ি, নারায়নগঞ্জ মোঃ ০১৯৮৮৫৫৮০২৭ e-mail: ahmedimtiaz417@ gmail.com		মোজাম্মেল হোসেন পিতা- আশ্রাফ আলী মাতবর ভূইঘর, ফতুল্লাহ, নারায়নগঞ্জ মোঃ ০১৭৪২০৫১৮১৩ fb:mddipumaoborma ilto:588@gmail.com
	শাহিনুল ইসলাম পিঃ আবুজাফর সালেহ ষাটনল, মতলব, চাঁদপুর মোঃ ০১৫২১২০৫৮৩০ fb: mdsahin5830 @gmail.com		সাফায়েত হোসেন পিতা-নুরুল আমীন বড়কেগনার খিল, পাঁচবাড়িয়া, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী মোঃ ০১৯৮০১২৩৪৬৭
	আলী হোসেন পিঃ আব্দুল মতিন মিয়া ভূইঘর ফতুল্লাহ, নারায়নগঞ্জ, মোঃ ০১৬৮৩৭১৪৫২৭ ব-সধরষ: rockstarshanto @gmail.com		সামছুল হক পিতা: শফিউল্লাহ মাতা: জান্নাতুল ফেরদাউস ভূইঘর, না.গঞ্জ সদার না. গঞ্জ। মোবা:
	মা্ইন উদ্দিন পি- হাজী আব্দুল মালেক ইসলামবাগ, চকবাজার, লালবাগ, ঢাকা মোঃ ০১৯৪৪৫৭৪০৪৮ e-mail: rifathosanmalik7@ gmail.com		মো: শহিদুল ইসলাম পিতা: মজিবুর রহমান মাতা: জাকিয়া বেগম গলাচিপা.পটুয়াখালী, বরিশাল মোবা:

মো: শহিদুল ইসলাম পিতা: মো: আতিয়ার রহমান ভূইঘর, না.গঞ্জ সদার না. গঞ্জ। মোবা:		মো: নুরুদ্দীন আহমদ পিতা: মো: মেজবাহ উদ্দীন মাতা: রাজিয়া খাতুন ভূইঘর, না.গঞ্জ সদার না. গঞ্জ। মোবা:	
মারুফ বিল্লাহ পিতা: নুরুদ্দীন সর্দার মাতা: আম্বীয়া আক্তার ভূইঘর, না.গঞ্জ সদার না. গঞ্জ। মোবা:		মাহাবুব প্রধান পিতা: ফিরোজ প্রধান মাতা: হাজরা বেগম ভূইঘর, না.গঞ্জ সদার না. গঞ্জ। মোবা:	
মেহের শাহরীয়ার তাহসীন পিতা: সাজ্জাদ হোসাইন মাহমুদী মাতা : হুমাইরা বেগম ভূইঘর, না.গঞ্জ সদার না. গঞ্জ। মোবা:		তাহমিনা আক্তার পিতা- আবুলখায়ের ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ মোঃ ০১৯৭১৩২৩৯২৭	ফাতেমা আক্তার পিতা- নুর হোসেন ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ ০১৯১৮৯৫৯২১৫
আবিদা সুলতানা পিতা- আলম হোসেনঋ ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ মোঃ ০১৭৫৫৩২৯৮৯৩	শারমিন আক্তার পিতা- আবুল হোসেন ঝালকুড়ি, নারায়নগঞ্জ ০১৯১৪০৮৪৪২৬	হাবিবা আক্তার পিতা- ইউনুছ মিয়া দেলপাড়া, নারায়নগঞ্জ মোঃ ০১৬৮৯৫২৬৫৯১	খাদিজা আক্তার পিতা- মিজানুর রহমান ঝালকুড়ি, নারায়নগঞ্জ ০১৭১২৯৫৮৯৭৭
উম্মে সালমা (লিয়া) পিতা- মাওঃ বোরহান উদ্দিন ভূইঘর, ফতুল্লাহ, নারায়নগঞ্জ	মলি আক্তার পিতা- মতিন মিয়া ভূইঘর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ ০১৬২৪৭৩৪৮৭৬	মরিয়ম আক্তার পিতা:মায়েজ উদ্দীন সাউদ মাতা: মার্জিনা বেগম ভূইঘর, ফতুল্লাহ, নারায়নগঞ্জ	সুমাইয়া আক্তার পিতা: ফয়েজ আহমদ মাতা:তাহমিনা আক্তার ভূইঘর, ফতুল্লাহ, নারায়নগঞ্জ
শারমীন আক্তার রুপা পিতা: আনোয়ার হোসাইন মাতা: মনোয়ারা বেগম ভূইঘর, ফতুল্লাহ, নারায়নগঞ্জ	জেরিন আক্তার পিতা: মো: মকবুল হোস্াইন মাতা: আফরোজা বেগম ভূইঘর, ফতুল্লাহ, নারায়নগঞ্জ	রাশিদা বিনতে রশিদ পিতা: রাশিদুল হাসান মাতা: তাসলিমা বেগম ভূইঘর, ফতুল্লাহ, নারায়নগঞ্জ	